নেকীর উদ্যানসমূহ

حدائق المعروف – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

حدائق المعروف

ترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثالثة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي

حدائق المعروف / شعبة توعية الجاليات بالزلفي
٧٩ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ١-٨-٩٩٥٣- ٦٠٣-٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)

١-الوعظ والإرشاد أ. العنوان

ديوي ٢١٣ ٢٩/١٤١٤

رقم الإيداع : ٢٩/١٤١٤
ردمك : ١-٨-٩٩٥٣- ٦٠٣-٩٧٨

حدائق المعروف
নেকার উদ্যানসমূহ

প্রথম বাগানঃ মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা।

প্রিয় ভাই! দোষ-ত্রুটি গোপন করা দুই প্রকারের। বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে। অভ্যন্তরীণভাবে গোপন করার অর্থ হলো, তুমি যখন কোনো মুসলিমকে পাপ অথবা অশ্লীল কাজ করতে দেখবে, তখন তাকে অপমান করবে না, বরং তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখবে এবং এমন নরম পন্থায় তাকে নসীহত করবে যাতে থাকবে দয়া ও নম্রতার ভাব। সুতরাং তার পাপকে প্রকাশ করবে না এবং আল্লাহ যে তাকে গোপন করেছেন, সেটা ফাঁস করে দিবে না। মা-য়েয আসলামী-ﷺ-নিজের মুখে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন, তা সত্ত্বেও নবী করীম-ﷺ-চেয়েছিলেন যে, সে তার বিষয় গোপন ক'রে নিয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করুক। তিনি তাঁকে বলছিলেন, “আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন! ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে তাওবা কর।” (মুসলিম ১৬৯৫) মা-য়েয-ﷺ-কিছু দূর গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে নবী করীমﷺ-কে বলতে লাগলেন, আমাকে পবিত্র করুন! আর তিনি তাঁকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। এইভাবে তিনবার পর্যন্ত যখন তাঁর মুখ থেকে এ (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার) ব্যাপারে স্বীকারোক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবং নবী করীম-ﷺ-এর কাছে যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এখন সে এই অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতে চায় এবং

সে নিষ্পাপ অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা রাখে, তখন তিনি-ﷺ-সাহাবাদেরকে তাঁর উপর হদ্দ (দণ্ডবিধি) কায়েম করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবারা তাঁকে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে ছুড়ে মারতে লাগলেন। যখন (চতুর্দিক থেকে) তাঁর উপর পাথর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলো, তখন তার প্রচণ্ড আঘাতে অসহ্য হয়ে তিনি পালাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে পাকড়াও ক'রে পাথর মারছিলেন এবং পরিশেষে তিনি মারা গেলেন। আবূ দাউদ-এর এক বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম-ﷺ-যখন তাঁর পালাতে চেষ্টা করার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি সাহাবাদেরকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,

((هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ)) [أبو داود ٤٤١٩]

"কেনইবা তোমরা তাঁকে ছেড়ে দিলে না! হয়তো সে আল্লাহর কাছে তাওবা করতো এবং আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করতেন।" (আবূ দাউদ ৪৪১৯, হাদীসটি সহীহ)। অতঃপর তিনি-ﷺ-তাঁর সম্পর্কে বললেন,

((إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها)) [السلسلة الضعيفة]

"সে এখন জান্নাতের নদীগুলোতে ডুব দিচ্ছে।" (সিলসিলাতুয যায়ীফা)

আশ্চর্য লাগে তাদের ব্যাপারে, যারা কারো ব্যভিচারে অথবা কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। আর এই অপেক্ষা এই জন্য নয় যে, বিশেষ বিভাগকে এর খবর করবে ফলে তারা শরীয়ত সম্মত উপায়ে তা রোধ করবে, বরং অপেক্ষা করে তার খবরকে মানুষের মাঝে

প্রচার করার জন্য এবং প্রচার মাধ্যমে তার প্রচার করার জন্য। এ হলো খবর প্রচারের এই প্রবৃত্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আর খবর প্রচারের সঠিক মাধ্যমগুলোকে বর্জন করা হয়েছে। যেমন, তা সুসাব্যস্ত ও নিশ্চিত কি না, তা যাচাই করা। অতঃপর তা গোপন করা এবং এ ব্যাপারে নৈতিক দায়িত্ব কি ইত্যাদি। দ্বীনি নসীহতের মূলনীতি থেকে এরা কোথায়? মহান আল্লাহর বাণী থেকে তারা কোথায় সরে রয়েছে?

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور ١٩]

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা নূর ১৯) এদের এই ভয় হওয়া উচিত যে, এরা নিজেরাই অপদস্থ হবে যদি মানুষের দোষ খোঁজার পিছনে পড়া ত্যাগ না করে। আবূ বারযা আল-আসলামী-ﷺ-বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আওয়ায দিলেন এমন কি সাবালিকা মেয়েদেরকেও শুনিয়ে বললেন যে,

((يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعْ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ)) [رواه أحمد وهو صحيح لغيره، وإسناده حسن]

"হে এমন লোকের দল তোমরা যারা মৌখিক ঈমান এনেছ এবং ঈমান যাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না।

তাদের দোষ-ত্রুটির খোঁজ করো না। কারণ, যে তার ভাইয়ের দোষ খুঁজে বের করবে, আল্লাহ তারও দোষ খুঁজে বের করবেন এবং পরিশেষে তাকে তার বাড়ীতে হলেও লাঞ্ছিত করবেন।” (আহমদ ১৯৩০২)

আর বাহ্যিকভাবে গোপন করার অর্থ হলো, আপনি কোনো বস্ত্রহীন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ ক'রে তাকে কাপড় দান করা এবং মানুষের দৃষ্টি থেকে ঢাকা। (অর্থাৎ, তার লজ্জাস্থান গোপন করা)। আল্লাহর শপথ এটাই হলো প্রিয় নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর শিক্ষা। মা-য়েয আসলামীর ঘটনায় এই শিক্ষার কথাই রয়েছে। আবূ দাউদের বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হাযযাল নামক এক ব্যক্তিকে মা-য়েযকে ঢাকার প্রতি অনুপ্রাণিত ক'রে বললেন যে,

((لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ)) [رواه أبوداود]

“তাঁকে যদি তুমি তোমার কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।” (আবূ দাউদ, হাদীসটি দুর্বল)। লক্ষ্য করুন-আল্লাহ আপনার হিফাযত করুন-যে, নবী করীম-ﷺ-মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন করার ব্যাপারে কতইনা আগ্রহী ও যত্নবান ছিলেন। তাতে তা বাহ্যিক হোক অথবা অভ্যন্তরীণ, জীবিতদের হোক বা মৃতদের।

প্রায় ভাই! আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন! এই উম্মতের পূর্বসূরি একজন সাহাবী ও একজন তাবেয়ীর মধ্যেকার কথোপকথন শুনুন, যাতে মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর শিক্ষার কথা তাঁরা আলোচনা করেছেন। আব্দুল্লাহ আল-হাওযানী বলেন,

রাসূলুল্লা-ﷺ-এর মুআযযিন বিলাল-رضي الله عنه-এর সাথে আমি সাক্ষাৎ করি হালাবে। তাঁকে বললাম, হে বিলাল! আমাকে বলো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর খরচ-খরচা কিভাবে চলতো? বিলাল-ﷺ-বললেন, তাঁর কিছুই ছিলো না। তাঁর নবূওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পক্ষ হতে এই (খরচ-খরচার) দায়িত্ব আমার উপরেই ছিলো। তাঁর কাছে কোনো মানুষ যখন মুসলিম হয়ে আসতো সে বস্ত্রহীন হলে আমাকে নির্দেশ দিতেন আমি গিয়ে টাকা-পয়সা ধার নিয়ে তার জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করতাম। এইভাবে এক দিন মুশরিকদের এক ব্যক্তি আমার পথ আগলে বললো, হে বিলাল, আমার মাল আছে, অতএব তুমি আমার কাছেই ধার নিবে, অন্য কারো কাছে নিবে না। (বিলাল-رضي الله عنه-বলেন,) আমি তা-ই করলাম। একদিন যখন আমি অযূ ক'রে আযান দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, দেখি সেই মুশরিক ব্যক্তি ব্যবসায়ীদের একটি দল সহ আসছিল। আমাকে দেখে বললো, হে হাবাশী, আমি বললাম, হাজির। সে আমার সাথে বড়ই খারাপ ব্যবহার করলো এবং আমাকে জঘন্য কথা শুনিয়ে বললো যে, তুমি জানো কি মাসের শেষ হতে আর কত দিন? আমি বললাম, অতি নিকটেই। সে বললো, মাসের শেষ হতে আর মাত্র চার দিন। এরপর যে ঋণ তোমার উপর আছে তার পরিবর্তে আমি তোমাকে ধরে তোমার ছাগল চরানোর জীবনে ফিরিয়ে দেব, যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। আমার মনে দুঃখ হলো যেমন মানুষের অন্তরে (এ রকম আচরণে) দুঃখ হয়ে থাকে। এই অবস্থায় এশার নামায আদায় ক'রে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট

তাঁর স্ত্রীর বাসায় গেলাম। তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! যে মুশরিক লোকটির কাছ থেকে আমি ঋণ গ্রহণ করতাম সে আমাকে এ রকম এ রকম বলল। এ দিকে না আপনার কাছে কিছু আছে যা দিয়ে আপনি আমার ঋণ শোধ করবেন, আর না আমার কাছে কিছু আছে। আর সে আমাকে অপমান করেছে। অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি ইসলাম গ্রহণকারী ঐ গোত্রগুলোর কাছে গিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মগোপন ক'রে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আমার ঋণ পরিশোধ করার মত রিজিক দান করছেন। অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসে আমার তরবারি, থলে জুতো এবং বর্মটা মাথার কাছে রাখলাম। যখন ভোর হয়ে এলো এবং আমি যখন (বাড়ি থেকে) বের উদ্যত, তখন দেখি এক ব্যক্তি দ্রুত হেঁটে আসছে। সে আমাকে বললো, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ-ﷺ- তোমাকে ডাকছেন। আমি সেদিকে যাত্রা করলাম। সেখানে মাল বোঝাই করা চারটি সওয়ারীকে বসে থাকতে দেখলাম। আমি (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে প্রবেশের জন্য) অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন, সুসংবাদ শুনে নাও, আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন, চারটি উটকে বসে থাকতে দেখলে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। ঐ উটগুলো এবং ওদের পিঠে যা কিছু বোঝাই করা আছে, সবই তোমার। ওদের পিঠে বোঝাই করা রয়েছে কাপড় ও

খাদ্য যা ফাদাক সম্রাট আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। তুমি সেগুলো নিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ কর। (আর হাদীসে এ কথাও রয়েছে যে, যখন বিলাল-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ঋণ পরিশোধ ক'রে তাঁকে (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে) এর খবর দিলেন,) তখন তিনি-ﷺ-তকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করেন এই ভয়ে যে, এই মাল তাঁর কাছে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মৃত্যু তাঁকে পেয়ে বসেনি। (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। দ্রষ্টব্যঃ সুনানে আবূ দাউদ আলবানী ৩০৫৫)

ঢাকা ও গোপন করা হল অতি উত্তম নৈতিকতা। মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরাই এই নৈতিকতা অবলম্বন করে। তাঁরা নিজেদের আত্মাকে মজলিসে বসে মানুষের আবরু ও সম্ভ্রম নিয়ে আলোচনা করা থেকে পবিত্র রাখে। তাঁদের কলমও মানুষের ভুল-ত্রুটি লেখা থেকে বিরত থাকে এবং তাদের কান লোকদের দোষ-ত্রুটির কথা শুনা থেকে পবিত্র থাকে। আবরণ ও আবৃতকরণ অতি উৎকৃষ্ট ও উন্নক গুণ। কারণ, এতে রয়েছে সেই আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি, যিনি উত্তম কাপড় দিয়ে আমাদেরকে ঢেকেছেন উলঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণ করার পর।

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف ٢٦]

"হে বনী আদম (হে মানবজাতি)! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি।

আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এ হলো আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (আ'রাফ ২৬) আল্লাহ আমাদের উপর করুণা করেছেন। তাই তো তিনি আমাদের পাপসমূহ ও ভুল-ত্রুটির জন্যে সৃষ্টির সামনে আমাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন না, অথচ পাপ করার সময় তিনি আমাদেরকে দেখেন। আর এর থেকে বড় ঢাকা ও গোপন করা আর কি আছে যে, তিনি সেই দিন তোমাকে আবৃত করবেন, যেদিন লজ্জাস্থানসমূহ অনাবৃত এবং যেদিন পাপসমূহ প্রকাশ হয়ে যাবে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: (هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)) [البخاري ٢٤٤١]

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিন ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) নিজের নিকটবর্তী করবেন। অতঃপর নিজের হেফাযতে নিয়ে পর্দা দ্বারা তাকে আড়াল করবেন। তারপর বলবেন, অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। এভাবে তিনি তার কাছ থেকে সমস্ত পাপের স্বীকৃতি আদায় করবেন এবং সে (মু'মিন ব্যক্তি) মনে মনে ভাববে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি

(আল্লাহ) বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গোনাহ গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার পুণ্যের আমলনামা তাকে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফেক্বদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো। সাবধান! জালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।” (বুখারী ২৪৪১)

প্রিয় ভাই! মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি ঢাকার বাগানকে নিষ্ঠার পানি দিয়ে সেচন করো, যাতে তার উৎকৃষ্ট ফল লাভ করতে পারো। কেননা, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) [رواه مسلم ٢٥٨٠]

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।” (মুসলিম ২৫৮০)

হে দয়াবান ও ধৈর্যশীল আল্লাহ! তোমার সুন্দর আবরণ এবং মহান ক্ষমার দ্বারা আমাদের আবৃত করুন!

দ্বিতীয় বাগান

মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার বাগান

প্রিয় ভাই! এই বাগান সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ভূমিকা স্বরূপ একটি ঘটনা আপনার সামনে তুলে ধরছি। যেটা সম্মানিত এক শায়খ (আলেম) আমাকে বর্ণনা করেছেন। প্রায় ১৮বছর বয়সের এক যুবক তার গাড়ী নিয়ে একা আল-আহসা শহর থেকে যাত্রা করে দাম্মাম শহরের

উদ্দেশ্যে। সে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত ছিল। দাম্মামে তার আত্মীদের কাছে পৌঁছে সে তার বুকে ঘড় ঘড় শব্দ অনুভব করলো। এটা রোগের পূর্বলক্ষণ যা হাঁপানি রোগে আক্রান্ত রোগীরা জানে। এটা কঠিন ও বিপদজনক অবস্থার প্রথম পূর্বাভাস। তাই অতি শীঘ্রই প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার এবং রোগীর পাশে থেকে তার সুস্থতার অতি সূক্ষ্মভাবে যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। আর যেহেতু এই যুবক জানতো যে, সে কিছু সময়ের জন্য বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে পারে, তাই সে আশঙ্কা করলো যে, হয়তো তাদের সামনে সে (বেহুঁশ হয়ে)পড়ে যাবে, যাদের যিয়ারতের জন্য সে গেছে। ফলে তারা অস্থির হয়ে পড়বে অথবা বিব্রত বোধ করবে। তাই সে সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই পুনরায় আল-আহসা প্রত্যাবর্তন করার সংকল্প করল। যারা তার পাশে ছিল, তারা তার বুকের সংকীর্ণতা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের দুর্বলতা অনুভব করলো। তাই এই অবস্থায় ফিরে না যেতে পীড়াপীড়ি করলো এবং বিভিন্নভাবে বারবার তাকে বাধা দিল। কিন্তু সে এসব কিছুকে উপেক্ষা ক'রে স্বীয় গাড়ীতে সাওয়ার হয়ে নিজের শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো। প্রতিটি মিনিট তার উপর দিয়ে অতীব কঠিন ও ভারী আকারে অতিবাহিত হচ্ছিল। প্রতিটি মুহূর্ত তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কিয়দাংশ আটকে নিচ্ছিল। সে তার পাশে না দেখে দয়াবান পিতাকে, যে তার সহায়তায় সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। আর না দেখে মাতাকে, যে তার মমতায় তাকে ঢেকে নিবে এবং না দেখে ভাইকে, যে তার সাহায্যের জন্য অ্যামবিউল্যানস (Ambulance) এর

ব্যবস্থা করবে। সামনে দৃষ্টিপাত করলে সুদীর্ঘ পথ ব্যতীত আর কিছুই দেখে না। আর এ পথ অতিক্রম করার শক্তিও এখন তার মধ্যে নেই। যখন সে অর্ধেক পথ পাড়ি দেয়, তখন তার কষ্ট আরো বেড়ে যায় এবং সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। চোখ দু'টি তার বিস্ফারিত হয়ে যায়। সে অনুভব করে যে মৃত্যু তার নিকটেই এবং সব কিছু তার শেষ। নিকটের একটি পুলের নীচে সে তার গাড়ী দাঁড় করালো। এমন শক্তিও তার ছিলো না যে, স্বীয় সাহায্যের জন্য এই পথ হয়ে অতিক্রমকারীদের সে ডাকে। সব কিছু থেকেই সে নিরাশ হয়ে পড়ে। তাই সে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়। তাঁর দেওয়া আত্মাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে। সফরে সে একা। এ ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারে। কোনো অনুভূতি ছাড়া সে তার গাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। গাড়ীর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে সে তার অসুস্থতার কথা আল্লাহকে জানায় যেন তিনি তার এই দুর্বল অবস্থার প্রতি রহম করেন এবং তার এই একাকিত্বের ব্যাপারটা করুণার নজরে দেখেন। এখানে ঠিক এই মুহূর্তে সে তার অবস্থা থেকে বেখবর হয়ে পড়ে। সজ্ঞাহীন হয়ে যায়। সে জানে না তার কি হয়েছে। সে যা জানে তা হল এই যে, সে তার জীবন যাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছিল এবং জীবনের সৌন্দর্যকে চিরতরে বিদায় জানাচ্ছিল। এদিকে আল্লাহর রহমত তাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। কারণ, তিনি তো দয়াবান, ক্ষমাশীল, প্রেমময় এবং ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

এক মুসাফির সেদিক হয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। শান্ত-শিষ্ট এক যুবককে

সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তার গাড়ীর সামনে পড়ে থাকতে দেখলো। তবে সে তার মধ্যে দুর্ঘটনার কোনো নিদর্শন দেখতে পেলো না, আর না (যুবকের) এই অবস্থার সরাসরি কোনো কারণ খুঁজে পেলো। তার মনের ভিতর অনেক প্রশ্ন, কিন্তু যুবকের ফরিয়াদ এসব প্রশ্ন নিয়ে ভাবার মধ্যে ছেদ ঘটালো। তাকে স্বীয় হাত দিয়ে হাল্কাভাবে স্পর্শ করলে যুবকের উভয় হাতের মৃদু কম্পন অনুভব হলো। সে তার হাত দু'টি দিয়ে স্বীয় নাক ও মুখের দিকে ইঙ্গিত ক'রে ব্যক্ত করলো যে, তার এখন বেঁচে থাকার মত শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। সে বেঁচে আছে দেখে পরোপকারী বড়ই আনন্দিত হলো এবং অনুভব করলো যে, আল্লাহই তাকে তার হাত দ্বারা এই যুবককে (মৃত্যুর হাত থেকে) বাঁচানোর জন্য প্রেরণ করেছেন। সে সত্বর নিকটস্থ শহরের ফুসফুস বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে গেলো। সেখানে পৌঁছলে ডাক্তার তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে আমানতের সাথে সুন্দররূপে পালন করলো। আর উপকারকারী তার (রোগীর) মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থেমে থেমে আসা এই শ্বাসকে এবং অস্থির বক্ষকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। সে ভুলে গেছে নিজের সফরের কথা, যার জন্য সে বের হয়েছিলো। দুনিয়াকে পিছে ছেড়ে দিয়ে সেই আত্মাকে বাঁচানোর প্রতি এবং আল্লাহর নির্দেশে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছিল, যে আত্মা তার সঙ্গী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছিল। কোনো পূর্ব পরিচিতির ভিত্তিতে নয় এবং ভবিষ্যতের কোনো পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতেও নয়, বরং কেবল

নেকী ও উপকার করার ভালবাসায় যার দ্বারা আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন। এইভাবে মনোযোগ সহকারে যুবকের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। স্বীয় যত্নের দ্বারা তাকে ঢেকে রেখেছিল এবং জবান দ্বারা অব্যাহত -ভাবে এই দুআ করছিলো যে, আল্লাহ তুমি আরোগ্য দানে এর প্রতি অনুগ্রহ করো এবং একে (পুনরায় তার) জীবনে ফিরিয়ে দাও। আসতে আসতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস (স্বাভাবিক অবস্থায়) ফিরে আসতে লাগলো। সংকটকাল লাঘব হতে লাগলো। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঞ্চালিত হয়ে উঠলো। চোখের জ্যোতি জীবনের আলো নিয়ে উদ্ভাসিত হতে লাগলো। উপকারকারী গভীরভাবে তাকিয়ে ছিল ডাক্তারের চেহারার দিকে। সে তার চেহারায় আশার আলো এবং তার মুখে সফলতার স্নিগ্ধ হাসি খুঁজছিলো। সময় অতিবাহিত হচ্ছে আর তোমার প্রতিপালকের করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। যুবকের শিরায় শিরায় জীবন সঞ্চারিত হতে লাগলো। আর ডাক্তারের মুখাবয়ব আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে নতুন জীবনের সুসংবাদ শুনাচ্ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে উপকারকারী রোগীর কাছ থেকেই তার বাড়ীর ফোন নং জেনে নিয়ে হাসপাতাল থেকে (কিছুক্ষণের জন্য) অদৃশ্য হয়ে গেলো যাতে কেউ যেন তার পরিচয় জানতে না পারে। সে অদৃশ্য হয়ে তার এই পুণ্যের কাজকে সম্পূর্ণ সফল করার জন্য রোগীর বাড়ীতে ফোন করতে গেলো। ফোনে তাদেরকে তাদের ছেলের ব্যাপার ও তার ঠিকানা জানিয়ে দিলো।

কিন্তু ভাই আপনি কথা বলছেন কে? আল্লাহ আপনাকে তাওফীক্ব দিন, আপনি কে? হে উপকারকারী! আপনি কে? আপনার নাম বলুন! আপনার

মহানুভবতার ও উপকারের কথা মানুষের নিকট আমাদেরকে বলতে দিন! আপনার এই উপকারের কিছু প্রতিদান দেওয়ার আমাদেরকে সুযোগ দিন! আপনার মত উপকারীকেই তো প্রতিদান দিতে হয়। আল্লাহর নির্দেশে আমার ছেলের জীবন ফিরে আসার ব্যাপারে আপনিই হলেন মাধ্যম। আপনার সম্মান ও আপনার প্রতি অনুগ্রহ করার সুযোগ কি আমরা পাবো না?

পরোপকারী পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশায় দু'টি বাক্যে তার পরিচয় এইভাবে দিল যে, একজন উপকারকারী, কল্যাণকারী। হে কল্যাণকারী! তোমার বরকত হোক, যথেষ্ট করেছো। সঠিক পথেই তোমার পা পরিচালিত হোক! প্রত্যেক মন্দ জিনিস থেকে আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন! তোমার (শারীরিক) সুস্থতায়, তোমার জীবনে এবং তোমার সন্তান-সন্ততিতে আল্লাহ বরকত দান করুন! জান্নাতেই আমাদের ও তোমার ঠিকানা বানান! আমাকে আমার উস্তাদ বলেন, যখনই উপকারকারীর সুকর্মের কথা স্মরণ হয়, তখনই মিনতি হাত আল্লাহর কাছে উঠে তার জন্য দুআ করে। সে তার ভাইয়ের একটি প্রয়োজন পূরণ করেছে। আর প্রয়োজনটা কি! তা হলো তার পার্শ্বদেশে বিদ্যমান প্রাণ। আর মহান ব্যক্তির জীবনে তার ভাইকে বাঁচানোর চেয়ে আরো অধিক সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? কোনো সফলতার আশায় সে তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল? সেটা হলো ঐ সফলতা, যে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج ٧٧]

“তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো এবং সৎকর্ম সম্পাদন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” (সূরা হাজ্জ ৭৭) সুপ্রিয় ভাই আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দিন! কোনো ভায়ের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপারে দ্বিধ্বা করো না, যদিও তা তোমার কোনো সময় দেওয়ার ও পরিশ্রম করার ব্যাপার হয়। তোমার স্রষ্টার উপর আস্থা রাখো যে, তিনি তোমার প্রয়োজন পূরণ করবেন। তোমার দুশ্চিন্তা লাঘব করবেন। তোমার দুঃখ দূর করবেন। তোমার রুজিতে বরকত দিবেন। কারণ, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ)) [رواه البخاري ٢٤٤٢]

“যে তার ভায়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন।” (বুখারী ২৪৪২) তিনি আরো বলেন,

((صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ)) [رواه الطبراني وهو حديث حسن]

“পরোপকারিতা অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে নেয়।” (ত্বাবারানী, হাদীসটি হাসান) তিনি-ﷺ-অপর একটি হাদীসে বলেছেন,

((وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ)) [متفق عليه ١٠٠٩-٢٩٨٩]

“কোনো লোককে স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে সাহায্য করা বা তার মাল-সরঞ্জাম বয়ে দেওয়া সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।” (বুখারী ১৯৮৯-মুসলিম ১০০৯)

আমরা এখন জামহুর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-গামেদী (রাহঃ) নামক একজন বীর পুরুষের (বীরত্বের) কাহিনী শুনবো। যাকে আল্লাহ একজন পিতা ও তার দুই শিশুকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে সমুদ্রের উপকূলে আনার সৌভাগ্য দানে ধন্য করেছিলেন। সে যখন আসরের নামায আদায় করার জন্য আল্লাহর ঘরের দিকে ধাবমান ঠিক এই সময়েই সে শুনে (কারো) ফরিয়াদ। সে আন্তরিক এই ডাকে এবং ভাল কাজের এই আহ্বানে সাড়া দিতে একটুও দেরী করেনি। ডুবন্ত প্রায় তিনটি প্রাণকে বাঁচানোর প্রয়াসে সে সমুদ্রের তরঙ্গ চিড়ে পথ বানিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। এইভাবে সে প্রথমে তাদের পিতাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। তাকে নিকটতম এক স্থানে পৌঁছে দেয়, যাতে তার সঙ্গী তাকে নিরাপদ উপকূলে নিয়ে যায়। অতঃপর তখনই আবার সীমাহীন সাহসিকতার সাথে ও নজিরবিহীন ত্যাগ স্বীকার ক'রে শিশু দু'টিকে বাঁচানোর জন্য ফিরে যায়। সে চায় তাদের দিকে তাওফীক্বপ্রাপ্ত হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে এবং স্বীয় করুণা ও পিতৃ-স্নেহ দ্বারা তাড়াতাড়ি তাদের ধরে নিতে। তাই সে নিজের আত্মা ও জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় শিশু দু'টিকে বাঁচানোর জন্যে। ফলে এদেরকেও বাঁচানোর সম্মানে আল্লাহ তাকে ধন্য করেন। কিন্তু নিরাপদ উপকূলে পৌঁছার মত শক্তি তখন তার ছিল না। সে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল। সমুদ্রের ঘূর্ণমান পানিতে সে তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তাকে আরো গভীরের দিকে টানতে লাগলো। তার শক্তি শিথিল হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে জীবনের জ্যোতি তার দুই চোখে ক্ষীণ

হয়ে গেলো। পরিশেষে সে আল্লাহর পথে সেই শাহাদত লাভে ধন্য হলো, যার সে অপেক্ষা করছিলো। আমরা এ রকমই মনে করি। তবে আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। এই বীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো এবং স্বীয় সাহসিকতার বিস্ময়কর কুরবানী ও ত্যাগ পেশ ক'রে গভীর সমুদ্রে ডুবে গেলো। সত্যিই তা এমন দৃষ্টান্ত ও বীরত্ব যা আমাদের এই যুগে অতীব বিরল। তবে আমি তার জন্য দুআ করা ব্যতীত আর কিছুই করতে পারি না। তাই বলি, হে জামহুর! আল্লাহ তোমাকে তাঁর প্রশস্ত রহমত দানে ধন্য করুন! তোমাকে তাঁর বিস্তীর্ণ জান্নাতে স্থান দান করুন! তোমাকে শহীদ ও নেক লোকদের সম্মানে সম্মানিত করুন! অবশ্যই তিনি করুণাময়-মেহেরবান।

তোমার ভাইয়ের প্রয়োজনঃ হয়তো তার কোনো দুশ্চিন্তা তুমি হালকা করবে। হয়তো তার কোনো সাহায্যের ডাকে সাড়া দিবে। হয়তো তার হয়ে তার ঋণ পরিশোধ করবে। হয়তো (তোমার) মাল ঋণস্বরূপ তাকে দান করবে। হয়তো তার সম্ভ্রমের উপর আঘাত হানে এমন দোষ-ত্রুটি তার থেকে খণ্ডন করবে। হয়তো গোপনে তার জন্য দুআ করবে। নেকীর কাজে প্রত্যেক সাহায্য এবং ভাল কাজে প্রত্যেক সহযোগিতা এমন পুণ্যময় জিনিস যার দ্বারা তুমি আল্লাহর ভালবাসা লাভ করবে এবং যার ফলে তুমি তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সফলতা অর্জন করবে।

তৃতীয় বাগান

আল্লাহর পথে ব্যয় ও সাদক্বা করা

প্রিয় ভাই! দ্বিগুণ প্রতিদান, সম্মানিত পুরস্কার এবং চিরস্থায়ী ফল ও ছায়া বিশিষ্ট জান্নাত দানের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার জন্যে, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট মনে, প্রফুল্ল চিত্তে এবং উদারতার সাথে সাদক্বা করে। এই মহান প্রতিশ্রুতিমূলক আয়াতগুলো তার জন্য আলোচিত হয়েছে।

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ [الحديد ١١]

"কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি তা বহুগুণে তার জন্য বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (হাদীদ ১১)

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة ٢٧٤]

"যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।" (বাক্বারা ১৭৪)

সাদক্বা করা এমন অবিচ্ছিন্ন ধারায় নির্গত ঝরনা যার স্রোত জীবনের সমস্ত গ্লানি ও বাধা-বিপত্তিকে দূর করে দেয়। যাবতীয় সৎ পথে ব্যয় করা বড় বড় রোগ থেকে আরোগ্যের প্রতিষেধক। গোপনে দান করলে মালে বরকত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আসমান ও যমীনের স্রষ্টা।

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ ٣٩]

“বলো, আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দিবেন। তিনি উত্তম জীবিকাদাতা।” (সাবা ৩৯) হে মহান দাতা! তোমার সাদক্বা সেই বীজ, যে বীজ বপন করে গেছেন পৃথিবীর মহান ব্যক্তি মুহাম্মাদ-ﷺ-। আর তিনি ছিলেন,

((أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ)) [البخاري ٦]

“দতিমান বায়ূর চাইতেও বেশী দানশীল ছিলেন।” (বুখারী ৬)

চলো, এই বাগানের ফুলসমূহের কোনো একটি ফুলের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তার পাতায় লিখিত এই ঘটনাটি আমরা পড়ি। হাসপাতালের রূমের একটি সাদা খাটে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় পড়েছিলো একটি মানুষ। সে তার চতুষ্পার্শ্বের শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ী পর্যবেক্ষক যন্ত্রপাতি এবং (শরীরে) ঔষধ সম্পর্কীয় তরল পদার্থ যে নলাদি দিয়ে প্রবেশ করে সে সম্পর্কে ছিল বেখবর। এদিকে এক বছর থেকেও বেশি হবে প্রত্যেক দিন অব্যাহতভাবে এই লোকটির যিয়ারত করে তার স্ত্রী এবং তার সাথে থাকে তাদের ১৪ বছরের একটি ছেলে। এরা তার দিকে তাকিয়ে থাকে করুণা ও দয়াভরা দৃষ্টিতে এবং তার পোশাক পাল্টে দেয়। তার অবস্থার খোঁজ নেয় এবং ডাক্তারদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তবে নতুন

কিছু পায় না, অবস্থা একই রকম। তার সুস্থতার না আছে উন্নতি, আর না আছে অবনতি। সম্পূর্ণ অচেতন। তার আরোগ্যের ব্যাপারে নিরাশ তবে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোগ্য আসে (তার কথা ভিন্ন)। এই ধৈর্যশীলা নারী ও এই নবযুবক কিন্তু তাকে ছাড়তো না, বরং তারা বিনীতভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো এবং তার আরোগ্য ও সুস্থতার জন্য দুআ করতো। এইভাবে প্রতিদিন কোনো গরহাজিরি অথবা ক্লান্তি ও বিরক্তি ছাড়াই যিয়ারত অব্যাহত রাখে। কয়েকটি অন্তর যা একত্রিত ছিলো ভালবাসার উপর। জুড়ে ছিলো সত্যতার উপর এবং কঠিন বিপদকালে ধৈর্য, মমতা এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিলো তাদের অন্তরে। অন্যান্য রোগী, নার্স এবং ডাক্তাররা মহিলার মৃতপ্রায় এই লোকটির যিয়ারত করার ব্যাপারে চরম আশ্চর্যান্বিত হতো। অথচ রোগীর জীবনে (উন্নতি-অবনতির) নতুন কিছুই ঘটে না। বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। বার বার দিনে দু'বার করে যিয়ারত করার এ কি বিস্ময়কর জেদ। অথচ রোগী চাদরে ঢাকা সে তার চতুষ্পার্শ্বের কোনই খবর রাখে না। ডাক্তার ও তার সহপাঠীরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয় যে, তার এ যিয়ারতের কোনো লাভ নেই এবং তার ও তার ছেলের প্রতি দয়া প্রদর্শন ক'রে তাদেরকে সপ্তাহে একবার যিয়ারত করতে বলে। মহিলা এই বলে তাদের উত্তর দিতো যে, আল্লাহই সাহায্যকারী।

একদিন স্ত্রী ও ছেলের যিয়ারত করতে আসার সামান্য পূর্বে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ও উত্তেজনামূলক ঘটনা ঘটে যায়। (অচেতন অবস্থায়

পড়া থাকা) অসুস্থ ব্যক্তি তার খাটে নড়ে উঠে। সে তার পার্শ্ব পরিবর্তন করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে তার চোখ দু'টি খুলে অকসিজেনের যন্ত্রপাতি তার থেকে দূর করে সমানভাবে বসে যায়। অতঃপর হতভম্ব জনতার মাঝে সে নার্সকে ডেকে চিকিৎসার কাজে সহায়ক যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিতে বলে। নার্স তা অস্বীকার করে এবং ডাক্তারকে ডাক দেয়। তার অবস্থা ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাড়াতাড়ি তার আবার পরীক্ষা করে। পরীক্ষার পর দেখে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগমুক্ত। যন্ত্রপাতি সড়িয়ে দিয়ে সেই স্থানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দেয়।

এদিকে নিষ্ঠাবতী মহিলার নিয়মিত যিয়ারতের সময় হয়ে আসে। মহিলা ও ছেলে তাদের প্রিয়জনের কাছে প্রবেশ করে। এখন বলো-আল্লাহ তোমার হিফাযত করুন-কিভাবে এই করুণ মুহূর্তের বর্ণনা দিই। কোন্ ভাষা দিয়ে এই মুহূর্তটা তোমার সামনে তুলে ধরবো? (মুহূর্তটা ছিল) দৃষ্টির সাথে দৃষ্টির আলিঙ্গন। অশ্রুসাথে অশ্রুর মিশ্রণ এবং ঠোঁটে ছিল বিস্ময়কর স্নিগ্ধ হাসি। অনুভূতি ও আবেগে জবান বোবা হয়ে যায়। জবানে কেবল ছিল অনুগ্রহকারী এবং দুআ মঞ্জুরকারী মহান আল্লাহর প্রশংসা। যিনি তার স্বামীকে পূর্ণ সুস্থতার নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। হে কল্যাণকামী ভাই! কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। কাহিনীতে রয়েছে রহস্য। তাই ডাক্তার আর ধৈর্য ধরতে না পেরে রহস্য উদঘাটনের জন্য মহিলার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, তুমি কি আশাবাদী ছিলে যে, তোমার স্বামীকে কোন একদিন এই অবস্থায় পাবে?

সে বললো, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমি আশাবাদী ছিলাম যে, কোনো একদিন তার কাছে প্রবেশ ক'রে তাকে আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকা অবস্থায় পাবো। তাকে বললো, অবশ্যই যা ঘটেছে তার কোনো ব্যাপার আছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ডাক্তারদের এতে কোন হাত নেই। অতএব আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে বলো যে, তুমি প্রতিদিন কেন আসতে এবং কি করতে? মহিলা বললো, যখন আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, তখন বলছি শুনো, আমি প্রথমে আমার স্বামীর যিয়ারত করতাম তার ব্যাপারে স্বস্তি লাভ ও তার জন্য দুআ করার জন্য। অতঃপর আমি ও আমার ছেলে ফকীর ও মিসকীনদের কাছে গিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং স্বামীর আরোগ্য লাভের আশায় তাদেরকে সাদক্বা করতাম। সত্যিই আল্লাহ তার আশা ও দুআকে নিষ্ফল করেননি। সে সর্বশেষ যিয়ারত থেকে যখন বের হল, তখন তার সাথে ছিল তার স্বামী। তারা অগ্রসর হল সেই ঘরের দিকে, যে ঘর তার মালিকের ফিরার অপেক্ষায় ছিল সুদীর্ঘ দিন থেকে। ঘরের ও পরিবারের লোকদের মধ্যে ফিরে এল আনন্দ ও প্রফুল্লতা। এ ফল বড়ই সুস্বাদু।

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة ٢٧٤]

"যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন

ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।” (বাক্বারা ১৭৪) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন সম্মানিত উস্তাদ আহমদ সা-লেম তাঁর ‘লা-তাইআস’ নামক কিতাবে। আল্লাহ তাঁকে তাওফীক্ব দিন এবং আমাদের পক্ষ হতে তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন!

আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো সীম নেই। তিনি বলেন,

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران ٩٢]

“কস্মিনকালেও তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে।” (আল-ইমরান ৯২) আমাদের উচিত ব্যয় করার পথ ও স্থানসমূহের খোঁজ করা। ব্যয় করার উত্তম স্থানসমূহের মধ্যে হল পরিবার ও আত্মীয়দের উপর মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। উম্মো সালামা (রাযীআল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন যে,

((يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ)) [البخاري ٥٣٦٩]

“হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ করলে আমার কি সওয়াব হবে? আমি তাদেরকে এভাবে এ অবস্থায় (দরিদ্র) ছেড়ে দিতে পারি না। তারা আমারই সন্তান। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে, তার সওয়াব পাবে।” (বুখারী ৫৩৬৯)

কোনো দিন কি এমন যায়, যেদিন আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর আমরা ব্যয় করি না? প্রয়োজন কেবল এই ব্যয় দ্বারা বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব লাভের আশা করা। কারণ, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ)) [رواه البخاري ٥٦]

"(মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।" (বুখারী ৫৬) তাই আল্লাহ তোমার রুজিতে বরকত দিলে তুমি নিজের উপর এবং দেশ-বিদেশে স্বীয় মুসলিম ভাইদের উপর এই বরকতপূর্ণ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করো না। তাতে তা অল্প হোক বা বেশী। অল্প ব্যয়ের ব্যাপারে একটি কথা আমার স্মরণ হয় যা মসজিদের এক ইমাম আমাকে বলেছে। তার কাছে মসজিদ পরিষ্কারকারী এক মিসকীন কর্মীর আল্লাহর পথে ব্যয় করার ডাকে সত্বর সাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা অতীব বড় মনে হতো। সে তার দুর্বলতা ও দরিদ্রতা সত্ত্বেও ব্যয় করার ব্যাপারে দ্বিধা করতো না। বরং প্রত্যেকবার অর্ধ অথবা স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী তার কাছাকাছি রিয়াল ব্যয় করতো। কেবল অর্ধ রিয়াল!! সাবধান! তোমার অন্তরে যেন এর প্রতি কোনো তুচ্ছ ভাব ফুটে না উঠে। কারণ, (অর্ধ রিয়াল হলেও) আল্লাহর কাছে এর মর্যাদা অনেক। কারণ, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)) [متفق عليه ١٤١٠-١٠١٤]

"যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে-আর আল্লাহ তো হালাল বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না-তবে আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।" (বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪) কেবল অর্ধ রিয়াল কিন্তু হতে পারে এটাই আল্লাহর অনুমতিক্রমে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী হয়ে দাঁড়াবে। স্মরণ কর নবী করীম-ﷺ-এর এই বাণী,

((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) [متفق عليه ١٤١٧-١٠١٦]

"জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও।" (বুখারী১৪১৭-মুসলিম১০১৬) চল, আমরা সবাই মিলে দানের একটি দৃশ্য দেখার জন্য একটি কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত সংস্থায় যাই। ঈদের রাতে একটি ছেলে দান-খয়রাত জমা করার কাজে নিযুক্ত দায়িত্বশীলকে কিছু অর্থ দিল যার পরিমাণ ছিল প্রায় ২০০রিয়াল। তার বয়স ১০অতিক্রম করেনি। দায়িত্বশীল আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলো, এ রিয়াল তুমি কোথায় পেলে এবং তুমি কি চাও? সে উত্তরে বললো,

এগুলো আমার বাপ ঈদের পোশাক কেনার জন্য আমাকে দিয়েছেন। এখন আমি চাই কোনো এক মুসলিম এতীম তার জন্য ঈদের নতুন পোশাক ক্রয় করুক। আর আমি যে কাপড়টি পরে আছি, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। হে বৎস! যে বাড়িতে তুমি লালিত-পালিত হয়েছ, সে বাড়িকে আল্লাহ যেন স্বীয় বরকত দানে ভরে দেন এবং তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের চক্ষু-শীতলকারী বানান।

আর তোমার ব্যয় করা যদি অধিক পরিমাণে হয়, তবে আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত হাদীসটি স্মরণ কর। তিনি বলেছেন,

((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ-ﷺ-يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ-ﷺ-فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ)) [البخاري ١٤٦١]

“মদীনার আনসারদের মধ্যে আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিলো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর বাগানে প্রবেশ করে (ক’রে) সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস-رضي الله عنه-বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো; যার অর্থ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছো। (আলে ইমরান ৯২আয়াত) তখন আবূ তালহা-رضي الله عنه-আল্লাহর রাসূল-ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) অবতীর্ণ করে (ক’রে) বলেছেন, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।” আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, আরে! এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ তা শুনেছি। আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। আবূ তালহা-رضي الله عنه-বললেন, আমি তাই করবো হে আল্লাহর রাসূল!। তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।” (বুখারী ১৪৬১)

প্রিয় ভাই! তাঁদের একজন হও, যাঁদের জন্য ফেরেশতারা দুআ ক’রে

বলেন,

((اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا)) [البخاري ١٤٤٢]

"হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর।" (বুখারী ১৪৪২) প্রিয় ভাই! তাঁদের একজন হও, যাঁদের উপর আল্লাহ ব্যয় করেন। তিনি হাদীসে কুদসীতে বলেছেন,

((أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِق عَلَيْكَ)) [متفق عليه ٥٣٥٢-٩٩٣]

"হে আদম সন্তান!তুমি ব্যয় কর তাহলে আমি তোমার উপর ব্যয় করবো।" (বুখারী ৫৩৫২-মুসলিম ৯৯৩) প্রিয় ভাই! এই প্রত্যয় রাখো যে, যা তুমি ব্যয় করো, তা অবশিষ্ট থাকে, নষ্ট হয় না। নষ্ট সেগুলোই হয়ে যায়, যা আমরা ধরে রাখি।

((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيّ-ﷺ- :مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا)) [رواه الترمذي]

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পরিবারের) লোকেরা একটি ছাগল জবাই করে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-জিজ্ঞেস করলেন, "ছাগলের আর কি কিছু অবশিষ্ট আছে? তিনি বললেন, ছাগলের কাঁধের অংশটুকু ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। (অর্থাৎ, এই অংশটুকু ছাড়া সবই সাদক্বা করে দেওয়া হয়েছে)। তখন তিনি বললেন, সবই অবশিষ্ট আছে কেবল কাঁধের অংশটুকু ছাড়া। (অর্থাৎ, যেটুকু সাদক্বা করা হয়নি

সেইটুকু অবশিষ্ট নেই)।” (তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ)। আমরা ব্যয় করলে কেবল অবশিষ্টই থাকে না, বরং বর্ধিত হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ)) [مسلم ٢٥٨٨]

“সাদক্বা মালকে কমায় না।” (মুসলিম ২৫৮৮) একজন (দ্বীনের) প্রচারক আমাকে খবর দিয়েছে যে, এই পবিত্র দেশের একজন বিত্তশালী বড় ব্যবসায়ী তাকে বলতো, তুমি আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু ব্যয় করবে, তার বরকত ও তার ফযীলতের গুণে তা বর্ধিত হওয়া প্রকাশ্য দেখতে পাবে।” এখন এই হাদীসটি শুনো যেটা এই সুন্দর বাগানের ফলসমূহের কোনো ফলকে তোমার নিকটে করে দিবে। আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ: قَالَ فُلَانٌ لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ، يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ، يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ

بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ)) وفي رواية: وَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ)) [مسلم ٢٩٨٤]

"এক সময় কোনো এক ব্যক্তি মরুপ্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে মেঘ থেকে একটি শব্দ শুনতে পেল, 'অমুক ব্যক্তির বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করো।' এটা শুনা মাত্র মেঘখন্ডটি একদিকে এগিয়ে গেলো এবং প্রস্তরময় এক ভূখন্ডে বর্ষণ করল। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হল।আর এই পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিলো। লোকটি উক্ত পানির পিছনে পিছনে যেতে থাকল। এমন সময় সে দেখতে পেল, একজন লোক তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিক সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি? সে বললো, আমার নাম অমুক। ঐ নামই বললো, যা সে মেঘ থেকে শুনেছিলো। বাগানের মালিক বললো, হে আল্লাহর বান্দা! আমার নাম তুমি কেন জানতে চাইলে? সে বলোল, যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে, তা থেকে আমি আওয়াজ শুনতে পেয়ে- ছিলাম। ঐ আওয়াজে ছিল এই যে, 'অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষাও।' আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিলো। তা এ বাগানে আপনি এমন কি আমল করছেন? সে লোকটি বললো, তা তুমি যখন আমার কাছে জানতেই চাইলে, তাহলে বলছি শোন, এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করে দিই। আমি ও আমার

পরিবার-পরিজন এক তৃতীয়াংশ খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, "আর এক তৃতীয়াংশ মিসকীন, ভিক্ষুক এবং মুসাফিরদের দান করি।" (মুসলিম ২৯৮৪)

(আল্লাহর পথে) ব্যয় করা অতি সুন্দর নৈতিকতা। আর এর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায় তখন, যখন এই ব্যয় প্রয়োজন অথবা অভাব থাকা অবস্থায় করা হয়। কারণ, এই অবস্থায় দানশীলতা ও ত্যাগ উভয় গুণই একত্রিত হয়। চলো, তোমাকে শুনাই তার ঘটনা, যার ব্যাপারে পূত-পবিত্র আল্লাহ, মহান অনুগ্রহকারী ও দাতা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আবূ হুরাইরা-ﷺ-বলেন,

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، فَقَالَ، مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ (وفي رواية البخاري: أَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللهِ-ﷺ- قَالَتْ: لَا، إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَرَادُوْا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ)) [البخاري ومسلم]

নবী করীম-ﷺ-এর নিকট একটি লোক এলো। সে বললো, আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। তিনি তাঁর কোনো এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, শপথ সেই সত্তার যিনি আপনাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছেন, আমার নিকট শুধু পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতঃপর অপর এক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন তিনিও অনুরূপ জওয়াব দিলেন। এইভাবে একে একে প্রত্যেকের জওয়াব ছিলো, শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। নবী করীম-ﷺ-তখন বললেন, আজ রাতে কে এই লোকের মেহমানদারী করবে? এক আনসারী বললেন, আমি করবো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (আনসারী সাহাবী) তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? (আর বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর এ মেহমানের যথাযথ খাতির সমাদর কর)। তিনি বললেন, না, বাচ্চাদের খাবার (পরিমাণ) ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি (আনসারী সাহাবী) বললেন, বাচ্চাদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। আর যখন ওরা রাতের খাবার চাইবে, তখন ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। এরপর আমাদের মেহমান যখন এসে যাবে, তখন বাতি নিভিয়ে দিয়ে তাকে এটাই বোঝাবে যে, আমরাও খানা খাচ্ছি। তাঁরা সবাই বসে গেলেন। এদিকে মেহমান খানা খেয়ে নিলেন। আর তারা উভয়ে সারারাত উপোস কাটিয়ে দিলেন। পর দিন প্রত্যুষে নবী করীম-ﷺ-এর কাছে যখন গেলেন, তখন তিনি বললেন, এ রাতে মেহমানের সাথে তোমরা

যে আচরণ করেছ, তাতে খোদ আল্লাহ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।” (বুখারী ৩৭৯৮-মুসলিম ২০৫৪)

সেটা ছিলো এমন সমাজ, যা গঠিত হয়েছিলো নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর নৈতিকতার উপর এবং তাঁরই ঝরনার নির্মল পানি দ্বারা তার সেচন হয়েছিল। যে সমাজে ছিল না স্বার্থপরতা এবং কেবল নিজেরই স্বার্থসিদ্ধ করার ব্যাপার। তাদেরই একটি গোত্র মহান আদর্শের অধিকারী হওয়ার কারণে নবী করীম-ﷺ-তাদের প্রশংসা করেছেন। আজকের উম্মত যদি তাদের অনুসরণ করে চলত, তাহলে তাদের (উম্মতের) মধ্যে একটিও অভাবী থাকতো না। তারা আশআরী গোত্রের লোক। তাদের ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ)) [رواه البخاري ٢٤٨٦]

“আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা মদীনাতেই যখন তাদের পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যাকিছু থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। অতএব, তারা আমার, আর আমি তাদের একজন।” (বুখারী ২৪৮৬)

প্রিয় ভাই! সাবধান, তোমার উপর নৈরাশ্য যেন ছেয়ে না যায়। কারণ, এখনও উম্মতে এমন দানশীল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, যারা নবী করীম-ﷺ-

এবং সালফে-সালেহীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। আমরা কখনোও ভুলতে পারি না তাদের সাহায্যের অভিযানের এবং সর্বত্র দুর্বল শ্রেণীর মানুষের উপর তাঁদের দান করার কথা। দান ও উদারতার এমন দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন, যাতে মন-প্রাণ আনন্দে ভরে যায় এবং অন্তরে প্রেরণা জাগে তাঁদের মত দান করার প্রতি। তাঁদের দানের দৃষ্টান্ত থেকে পাঠক উপলব্ধি করতে পারবে যে, এটাই হল এই পৃথিবীর নিরাপত্তার অসীলা এবং তার স্থায়িত্বের রহস্য।

দু'টি ঘটনা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে। যে ঘটনা দু'টি শায়খ আলী ত্বানত্বা-বী তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার ভূমিকায় বলেন, শায়খ আবূশ শায়খ সালীম আল-মিসওয়াতী (রাহঃ) নিজে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও কখনোও কোনো ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিতেন না। কখনো এমনও হয়েছে যে, তিনি লম্বা আলখাল্লা অথবা কোনো ঢিলা জামা পরেছেন, অতঃপর শীতে কাঁপতে কোনো ব্যক্তিকে দেখে নিয়েছেন, ফলে নিজের আলখাল্লা খুলে তাকে দিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি কেবল লুঙ্গি পড়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। আবার কখনো নিজের পরিবারের সামনে থেকে খাদ্য তুলে নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিয়েছেন। একদিন রমযানে দস্তর-খানায় খাবার প্রস্তুত ক'রে ইফতারীর সময় হওয়ার অপেক্ষায় আছেন এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে কসম খেয়ে বলল যে, সে ও তার পরিবার না খেয়ে আছে। তিনি তাঁর স্ত্রীর উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণ খাবার উঠিয়ে তাকে দিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী তা দেখে চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেয়

এবং কসম খেয়ে বলে যে, সে তাঁর সাথে কোনো দিন বসবে না। এদিকে শায়খ নীরব-নিশ্চুপ। ঘটনার এখনো আধা ঘন্টাও হয়নি আবারও দরজায় কড়াঘাত হয় এবং একজন মানুষ এসে উপস্থিত হয় যার সাথে ছিল কয়েকটি থালা। থালায় রাখা আছে খাদ্য, মিষ্টি এবং ফল-মূল। তাকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কি? খবর যা জানা গেলো তা হল এই যে, এই লোক আমীর। তিনি বিশেষ কিছু ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁরা আসতে না পারার ওজর পেশ করেন। ফলে আমীর রাগান্বিত হয়ে খসম খান যে, তিনি খাবার খাবেন না এবং সম্পূর্ণ খাবার শায়খ সালীম আল-মিসওয়াতী-এর বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল একজন মহিলার। তার ছেলে সফরে আছে। এই মহিলা একদিন খেতে বসেছে। তার সামনে ছিল সামান্য তরকারী এবং এক টুকরো রুটি। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে উপস্থিত হল। ফলে সে (মহিলা) রুটির লুকমা স্বীয় মুখে না দিয়ে তা ঐ ভিক্ষুককে দিয়ে দিলো এবং সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করলো। তার ছেলে সফর থেকে ফিরে এলে সে তার সফরে ঘটা ঘটনা তাকে বর্ণনা করলো। বললো, সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা যেটা আমার সাথে ঘটেছে তা হল এই যে, পথে আমাকে এক সিংহ পেয়ে বসলো। আমি একা ছিলাম। পালাতে চেষ্টা করলে সে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। আমি যখন অনুভব করলাম, তখন দেখলাম যে আমি তার মুখে। এমন সময় হঠাৎ সাদা কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হয়ে আমাকে

তার থেকে নিষ্কৃতি দিল এবং বললো যে, লুকমার পরিবর্তে লুকমা। তার এ কথার অর্থ আমি বুঝিনি। তখন তার মা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, এই ঘটনা কোন্ সময় ঘটেছিল। দেখা গেলো এই ঘটনা সে-ই দিনই ঘটেছিল, যেদিন মহিলা (ছেলের মা) সাদক্বা করেছিল। আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য সে তার মুখ থেকে লুকমা টেনে নিয়েছিল। তাই তার ছেলেকেও সিংহের মুখ থেকে টেনে নেওয়া হয়েছিল।

হায় কৃপণতার দুঃখ-কষ্ট! কৃপণের ভাগ্যে হীনতা ও লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই জুটে না। কৃপণতার ফসল নষ্ট হয় এবং এ আচরণও বড় নোংরা। (এ অভ্যাস) পরিবার, জাতি ও সমাজের জন্য ধ্বংস ছাড়া কিছুই বয়ে আনে না। সত্যবাদী এবং সত্যায়িত নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-বলেছেন,

((اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُم وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)) [مسلم ٢٥٧٨]

“কৃপণতার কলুষতা থেকে দূরে থাক। কেননা, এ কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে ধ্বংস করে দিয়েছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাত ও মারামারি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং হারামকে হালাল করতে উসকানি দিয়েছিল।” (মুসলিম ২৫৭৮)

চতুর্থ বাগান

দয়া-দাক্ষিণ্যের বাগান

এটা এমন একটি বাগান, যেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয় জুঁই ও গোলাপ ফুলের সুগন্ধি-সৌরভ এবং তার শাখাগুলো নরম দিলের অধিকারী ব্যক্তিদের আগমনে আনন্দে ঝুঁকে পড়ে। যে অন্তরগুলো দয়াবান আল্লাহর সামনে নত হতে অভ্যস্ত, তা তাঁর সৃষ্টির জন্যও নরম হয় এবং তাঁর বান্দাদের জন্যও করুণাসিক্ত হয়। আর এতে তাদের উদ্দেশ্য হয় তাদের প্রতিপালকের দয়া এবং তাদের অবস্থার প্রতি তাঁর করুণা লাভ। আমরা পরস্প সহানুভূতিশীল হই, এটাই মহান স্রষ্টা আমাদের নিকট থেকে চান। (তাঁর) করুণার ঝরনা থেকে আমরা (দয়ার) পুঁজি সঞ্চয় করবো এবং (তাঁর) দয়ার ঝরনা থেকে আমরা পান করবো।

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً ﴾ [الفتح ٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহনুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু' ও সাজদারত অবস্থায় দেখবে।" (সূরা ফাতহ ২৯) এই দয়ার নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-একজন শিশুকে (কোলে) নিলেন। যার আত্মা তার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছিল সে তার শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তা দেখে নবী করীম--এর চোখ থেকে

পবিত্র অশ্রু ঝরতে শুরু হয়ে গেল। সা'আদ-ﷺ-(অশ্রু দেখে) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি? তিনি-ﷺ-বললেন,

((هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)) [متفق عليه ٩٢٣-١٢٨٤]

"এটা হল রহমত যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতি রহম করেন।" (বুখারী ১২৮৪-মুসলিম ৯২৩)

জেনে নিও-আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন!-দয়া-দাক্ষিণ্য হল জান্নাতের পথ। কেনইবা এ রকম হবে না মহান আল্লাহ তো একজন মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, একটি জীবের প্রতি দয়া প্রতর্শন করার কারণে। কিসের উপর সে দয়া করেছিল? সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-অতীব সংক্ষিপ্ত ও সূক্ষ্ম ভাষায় সে ঘটনা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)) [متفق عليه ٢٢٤٤-٢٣٦٣]

"কোনো এক ব্যক্তি (রাস্তা দিয়ে) যাচ্ছিল। তার খুব পিপাসা পেলো।

তাই একটি কুয়াতে নেমে পানি পান করলো। কুয়া থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিভ বের ক'রে কাদা চাটছে। লোকটি বলল, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম, তেমনি এ কুকুরটিও পিপাসার্ত হয়েছে। তাই সে (কুয়াতে নেমে) তার চামড়ার মোজায় পানি ভরে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কুয়া থেকে উঠে এল। তারপর কুকুরটিকে পানি পান করাল। মহান আল্লাহ তার এই আমলকে কবুল ক'রে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের উপকার করলেও কি আমাদের সওয়াব হয়? তিনি-ﷺ-বললেন, প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রতর্শনে নেকী রয়েছে।" (বুখারী মুসলিম)

দুঃখ হয় কঠোর দিলের অধিকারী ব্যক্তির জন্য। যার কাছে মানুষের জন্য কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য নেই, যদিও তা সহাস্যে সাক্ষাৎ করার মত কাজ হয়, তাহলে সে বাকশক্তিহীন ও বধির জীব-জন্তুর জন্য কিভাবে দয়ালু হতে পারে? তার অবস্থা বড়ই জঘন্য। আর এই শ্রেণীর মানুষের দুর্ভাগা হওয়ার কথা না আমি বলেছি, আর না তুমি, বরং বলেছেন দয়ার নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-তিনি বলেন,

((لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ)) [رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن]

"দয়া শুধু মাত্র দুর্ভাগা লোক থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়।" (আহমদ ও তিরমিজীঃ হাদীসটি হাসান)। হে মুসলিমগণ! জাহান্নামের পর আর কি দুর্ভাগ্য আছে? এক মহিলার জন্য জাহান্নাম অপরিহার্য হয়ে গেছে, যার অন্ধকার অন্তরের প্রাকৃতিক দয়া কঠোরতায় পরিবর্তন হয়ে গেছিল। তার পরিণাম সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী-ﷺ-আমাদেরকে বলেছেন।

((عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)) [البخاري]

"একটি মহিলা একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। যাকে সে আবদ্ধ রেখেছিল। আর এই আবদ্ধ অবস্থায় বিড়ালটি মারা যায়, ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হয়। আবদ্ধকালে তাকে সে পানাহার করায়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি। সে যমীনে আচরণশীল কীট-পতঙ্গ আহার করতো।" (বুখারী ৩৪৮২)

প্রিয় ভাই! কোনো একবার কি পরীক্ষা করে দেখেছ যে, কিভাবে রহমত তোমাকে ঢেকে নেয়? যখন তুমি কোনো এমন রোগীর যিয়ারত করো, পীড়ন যার চোখের নিদ্রা কেড়ে নেয় এবং ব্যথা যাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ)) [رواه الترمذي]

"যে মুসলিম অপর কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকালে দেখতে যায়, সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার উপর রহমত বর্ষণের দুআ করেন। আর যদি সন্ধ্যায় পুনরায় দেখতে যায়, তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার উপর রহমত বর্ষণের দুআ করেন এবং জান্নাতের ফল তার জন্য পেড়ে রাখা হয়।" (তিরমিযী, হাদীটি সহীহ) প্রিয় ভাই!

এতীমের দেখাশুনার হাত প্রসারিত করো, যে পিতৃস্নেহ হারিয়ে ফেলেছে এবং এই হারানোর তিক্ত স্বাদ সে গ্রহণ করেছে। যাতে করে তোমার এই মঙ্গলময় কাজের কারণে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর সুসংবাদের ভাগীদার তুমিও হতে পার।

((وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)) [البخاري ٥٣٠٤]

"আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকবো। এ কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা করে দেখালেন।" (বুখারী ৫৩০৪)

বিধবাদের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী অন্তরের অধিকারী হও। মৃত্যু তার ও তার প্রিয়তমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। আর এই বিচ্ছেদ তার অন্তরকে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং মানুষের নিকট মুখাপেক্ষীতা তার কাঁধকে ভারী করে দিয়েছে। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ)) [البخاري ٥٣٥٣]

"বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীরর সমতুল্য।" (বুখারী ৫৩৫৩)

প্রিয় ভাই! তার দয়ার বাজুকে এমন দুর্বলের জন্য বিছিয়ে দাও, দুঃখ-দুশ্চিন্তা যাকে রোগা বানিয়ে দিয়েছে এবং রোগই যার শরীরকে ভেঙ্গে

দিয়েছে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ﴾) [الضحى ٩–١٠]

"সুতরাং তুমি এতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না। আর ভিক্ষুকদের ধমক দিও না।" (যোহা ৯-১০) তোমার স্ত্রীকে, তোমার মেয়েদেরকে এবং তোমার (আত্মীয়া) মহিলাদেরকে তাঁবুর দয়ার ছায়ায় আশ্রয় দাও। কারণ, তারা জ্ঞানে ও মালে যত দূরই পৌঁছে যাক না কেন, তবুও তাদের প্রয়োজন তোমার দয়ার ছায়ার। হে কল্যাণের বীজ বপনকারী! স্মরণে রেখো যে, এ ফসল বড় বরকতময় এবং এ ফল অতীব পবিত্র। আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ –ﷺ– فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ)) [مسلم ٢٦٣٠]

"এক দরিদ্র মহিলা তার দু'টি কন্যাসহ আমার কাছে আসল। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে তার মেয়ে দু'টোকে একটি করে খেজুর দিলো এবং একটি খেজুর নিজে খাওয়ার জন্য তার মুখের দিকে তুলল। কিন্তু এটিও তার মেয়েরা চাইল। তাই সে যে খেজুরটি

নিজে খাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেটিকেও দু'ভাগ করে তার মেয়ে দু'টিকে দিয়ে দিল। (আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,) ব্যাপারটি আমাকে অবাক করল। সে যা করল আমি তা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বললাম। তিনি-ﷺ-বললেন, এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।" (মুসলিম ২৬৩০)

আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ো। কারণ, তা 'রহম' (দয়া) ধাতু থেকে গঠিত। হতে পারে তার (আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার) স্বাদ আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও গ্রহণ করতে পার। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) [مسلم ٢٥٥٧]

"যে ব্যক্তি চায় যে তার রুযীতে প্রসারতা হোক অথবা তার বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখে।" (মুসলিম ২৫৫৭) যাকে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করে অপরের অমুখাপেক্ষী বানিয়েছেন, তার স্মরণে রাখা উচিত যে, তার খাদেম (কর্মচারী) অতীব প্রয়োজনের পীড়ায় এবং পরিবারের জীবিকার মন্দ অবস্থার কারণে তার কাছে এসেছে। অতএব তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করো না এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আনাস-ﷺ-বলেন,

((خَدَمْتُ النَّبِيَّ-ﷺ- عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ)) [البخاري ٦٠٣٨]

'আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী করীম-ﷺ-এর খেদমত করেছি, কিন্তু কোন

দিন তিনি আমাকে 'উঃ' শব্দও বলেননি এবং এমন কথাও বলেননি যে, এটা কেন করলে, ওটা কেন করলে না।' (বুখারী ৬০৩৮) অনুরূপ আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বলেন,

((مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ–ﷺ– خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ)) [رواه أحمد وهو صحيح]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর খাদেমকে কখনোও মারেননি এবং তাঁর কোনো স্ত্রীকেও কখনোও মারেননি। আর তিনি তাঁর হাত দিয়ে কখনোও (কাউকে) মারেননি, তবে যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন।" (আহমদ, হাদীসটি সহীহ) উমার-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম-ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমার খাদেম জঘন্য ব্যবহার করে এবং যুলুম করে, আমি কি তাকে মারব? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, প্রত্যেক দিন তাকে সত্তর বার করে ক্ষমা করো।" (আহমদ, তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)। বড় বিস্ময়কর ব্যাপার, আমরা বৃষ্টি কামনা করি অথচ দুর্বলদের অধিকারের ব্যাপারে বহু অবহেলা করি। আর ভুলে গেছি নবী করীম-ﷺ-এর এই হাদীস,

((هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ)) [البخاري ٢٨٩٦]

"তোমরা তো সাহায্য প্রাপ্ত হবে এবং রুজি লাভ করবে তোমাদের দুর্বলদের কারণেই।" (বুখারী ২৮৯৬) অবশ্যই দুর্বলদের সহযোগিতা করা হলো নবী করীম-ﷺ-এর আদর্শ। এই আদর্শের অনুসরণ করা সওয়াবের কাজ এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা বড়ই সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার।

অনেক সময় যাত্রা পথে "রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দুর্বলের পিছনে হয়ে যেতেন এবং তার সাওয়ারীকে তাড়া দিতেন। আবার কখনো (পদব্রজের যাত্রীকে) পিছনে বসিয়ে নিতেন এবং তার জন্য দুআ করতেন।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। তবে এখনোও উম্মতে এমন মুজাহিদগণ বিদ্যমান রয়েছেন, যাঁরা ফকীর ও অভাবীদের দেখাশুনার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। তাঁদের বস্ত্রহীন ব্যক্তিদের বস্ত্র দান করেন এবং তাঁদের ইয়াতীমদের দেখাশুনা করেন ও তাঁদের বিধবাদের প্রয়োজন পূরণের যত্ন নেন।

একটি কাহিনী মানুষের মাঝে বড়ই প্রসিদ্ধ। তবে আমি তা আলোচনা ক'রে সান্ত্বনা পাচ্ছি এবং তা উল্লেখ করার মধ্যে রয়েছে উপদেশ। এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার কাছে এসে তাকে বললেন, অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। লোকটি জেগে উঠল এবং সেই লোকটির নাম স্মরণ করার চেষ্টা করল রাসূলুল্লাহ-ﷺ-স্বপ্নে তাকে যে নাম বলেছিলেন। কিন্তু সে এই নামের কাউকে স্মরণ করতে পারল না। তাই সে স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনাকারীদের কোন একজনের কাছে গেল। সে তাকে বলল, যার কথা স্বপ্নে তোমাকে বলা হয়েছে, তাকে এ খবর দাও। এরপর সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে সেই গ্রাম সম্পর্কে জেনে ফেলল, যেখানে (স্বপ্নে দেখা) ব্যক্তি বসবাস করে। সেই গ্রামে গিয়ে ঐ লোকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেসা করলে তাকে তার বাড়ী দেখিয়ে দিল। অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে তাকে

বলল যে, আমার কাছে তোমার জন্য রয়েছে সুসংবাদ। কিন্তু আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে তা জানাবো না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে তোমার নেক আমলগুলো সম্পর্কে জানাবে। লোকটি বললো, অন্যান্য মুসলিমরা যা করে, তাদের থেকে বেশি কিছু আমি করিনি। এই লোকটি বলল, তাহলে আমি তোমাকে (সেই সুসংবাদের কথা) বলব না এবং সে কি নেক কাজ করে তা জানানোর জন্য তার উপর বড়ই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন তাকে বলল, ভাই শুনো, আমি পরিশ্রম করি এবং (পারিশ্রমিক) আমার পরিবারের উপর ব্যয় করি। যখন আমার এক প্রতিবেশী তার স্ত্রী ও সন্তানাদি রেখে মারা যায়, তখন থেকে আমি আমার বেতনের টাকা আমার বাড়িতে ও প্রতিবেশীর বাড়িতে ভাগাভাগি করে দিই। তখন যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছিল সে বলল, এই সেই জিনিস, যার কারণে তুমি সুসংবাদ লাভ করেছ। জেনে নাও, আমি আমার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে দেখলাম তিনি তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

পঞ্চম বাগান

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার বাগান

এটা সমূহ সৎকর্মের মধ্যে এমন এক সৎকর্ম যে, অন্য কোনো সৎকর্ম এর সমতুল্য হতে পারে না। (ভেবে পাচ্ছিনা) এ বিষয়ে আলোচনা কোথায় থেকে আরম্ভ করব এবং কিভাবে শেষ করব! এমন সৎকর্ম, মহান আল্লাহ যার নির্দেশ দিয়েছেন স্বীয় একত্ববাদের পর এবং যে

কাজের উপর অনুপ্রাণিত করেছেন নবী করীম-ﷺ-। আর উলামা, বক্তা ও খতীবগণও যে বিষয়টার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণীর পর আমার আর কি বলার থাকতে পারে, তিনি বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً، رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً﴾

[الاسراء ٢٣-٢٥]

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তিসূচক শব্দ) 'উঃ' বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমাদের প্রতিপালক অধিক জানেন; তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে, যারা সর্বদা আল্লাহ অভিমুখী আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল।"(সূরা ইসরা ২৩-২৫)
অনুরূপ নবী করীম-ﷺ-এর বাণীর পর বলার জন্য আর কি থাকে,

((رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ)) [مسلم ٢٥٥١]

"ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলি-মলিন হোক! জিজ্ঞাসা করা হল, কার হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের খেদমত ক'রে) জান্নাতে যেতে পারলো না।" (মুসলিম ২৫৫১) কিন্তু বিপদ হল আমরা ভুলে যাই যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার গাছটিতে ফল আসে বড় তাড়াতাড়ি এবং তা সংগৃহীত হয়ও অনতিবিলম্বে। এই গাছের মালিক দুনিয়াতে প্রকাশ্যে তা লক্ষ্য করে এবং এর সুমহান ফল তার জন্য সুরক্ষিত রাখা হয় আখেরাতে। তাহলে দুনিয়ার ফিতনা আমাদের এই বিশ্বাসকে কেন নড়বড়ে করে দেয়? এমন কি আমাদেরকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে জীবন কত জঘন্য জীবন, যে জীবনে কোন নেকী নেই অথবা কারো নেকীর প্রতিদান নেই।

মনে রাখবেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর তাওফীকের পর জীবনে সফলতার ও বহু বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপকরণ। এরই মাধ্যমে মানুষ সৌভাগ্য লাভ করে এবং তার বক্ষ উন্মুক্ত হয়। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারকারী তার স্বচক্ষে দেখে নিজের পরম সুখ। সুস্থতায়, মালে এবং সন্তান-সন্ততিতে বরকত আসে এরই মাধ্যমে। (নিম্নের) হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য কর, অন্তরসহ তার প্রতি মনোযোগী

হও এবং ভেবে দেখ যে, নেক কাজ সম্পাদনকারীরা কি সুফল লাভ করেছিল। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَأَنَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمٍ الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ)) [مسلم ٢٧٤٣]

"তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। (পথে) বৃষ্টি তাদেরকে ধরে বসল। তাই তারা পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিল। এদিকে পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গড়িয়ে এসে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পরকে বলতে লাগলো, স্মরণ করো সেই আমলগুলোকে, যা তোমরা আল্লাহর

নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করেছ এবং সেগুলোকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর হতে পারে আল্লাহ তোমাদের থেকে তা (পাথর)দূর করে দেবেন। তখন তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ মা-বাপ ছিল এবং আমার স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ছিল। তাদের জন্য আমি (ছাগল) চড়াতাম। (ছাগল চড়িয়ে) যখন তাদের কাছে ফিরে আসতাম, তখন ছাগলের দুধ দোহায়ে স্বীয় সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে প্রথমে পান করাতাম। ঘাস ও চারণভূমি আমাকে একদিন অনেক দূরে নিয়ে চলে যায়। ফলে সন্ধ্যার আগে আমি ফিরতে পারিনি। যখন পৌঁছালাম, তখন দেখলাম তারা (পিতা-মাতা) ঘুমিয়ে পড়েছেন। চিরাচরিত নিয়ম অনুপাতে আমি দুধ দোহালাম এবং দোহানো দুধ নিয়ে তাদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম, তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। অনুরূপ এটাও পছন্দ করলাম না যে, তাদের পূর্বে ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে পান করাই। অথচ তারা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। এই ছিল আমার ও তাদের অবস্থা এবং এইভাবে ফজর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দাও, যাতে আমরা আসমান দেখতে পাই।” (মুসলিম ২৭৪৩) এইভাবে তিনজনের প্রত্যেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কৃত নেক আমলকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করল। ফলে আল্লাহ তাদের বিপদ দূর করে

দিলেন এবং তারা ঐ গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। তারা জীবন দেখলো মৃত্যুর পর এবং মুক্তি পেল ধ্বংসের পর। এটা হল নেক কাজের ফল ও নেকীর ফসল।

অবশ্যই তা নেকীর ফল ও নেক কাজের ফসল। তোমার সদ্ব্যবহারের ফলস্বরূপ তুমি দেখবে যে, তোমার সন্তানরাও নেক হবে এবং তোমার প্রতি তারা ভালবাসা পোষণ করবে। তাদের মায়ের প্রতি তারা যত্নবান হবে এবং তাকে তারা ভালবাসবে। এভাবে তুমি তোমার নেকী দ্বারা লাভবান হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট কি ফল লাভ করবে যে তার পিতা-মাতার অবাধ্য হয়। তার জীবনে কেবল জুটবে কঠোরতা, মনের সংকীর্ণতা, রুজিতে অবরকত এবং স্বীয় সন্তানের অবাধ্যতা। হায় সর্বনাশ! পিতা-মাতার সাথে কঠোর আচরণকারী ব্যক্তিদের, যদি তারা আল্লাহর প্রতি ফিরে না আসে। হায় সর্বনাশ! পিতা-মাতার উপর যুলুমকারী হাতের, যদি না আল্লাহর কাছে তাওবা করে। হায় সর্বনাশ! পিতা-মাতার প্রতি অসংযত জবানের, যদি না আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

তার মা তার লালন-পালন করেছে দুর্বল অবস্থায়। স্বীয় রক্ত তাকে পান করিয়েছে। নিজের মাংস ও হাড্ডি তাকে আহার করিয়েছে। ছেলে সবলতা লাভ করেছে, আর মা দুর্বল হয়েছে। ছেলে ঘুমিয়েছে, আর মা অনিদ্রায় কাটিয়েছে। দুনিয়া তার চোখে অন্ধকার হয়ে গেছে, যখন ছেলের কোনো কষ্ট হয়েছে। ছেলের মৃদু হাসিতে তার জীবন প্রফুল্লময় হয়েছে। সে

নিজের জীবনের সুখ ও তৃপ্তিকে বিসর্জন দিয়েছে ছেলের আরামের জন্যে। সুস্বাদু খাদ্য এবং তৃপ্তিকর পানীয় তাকে আগে দিয়েছে। তাকে সে শিশুকালে বাহুতে করে নাচিয়েছে এবং তার মধ্যে সে আশা করেছে বিরাট। অতঃপর যখন তার শক্তি বর্ধিত হয়ছে, তার বাজু বলিষ্ঠতা এসেছে এবং বাকপটুতা অর্জন করেছে, তখন তার পছন্দনীয় মহিলার সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তার খুশিতে সে খুশি হয়ছে এবং তার চেয়েও সে (মা) নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছে। কিন্তু প্রিয় পাঠক! হাটাৎ টেলিফোনের শব্দ আমার কানে পৌঁছে, আমি শুনি ভয়যুক্ত এবং অসুস্থ ব্যক্তির বুক থেকে নিঃসৃত ঘড়ঘড় শব্দ মিশ্রিত কাঁদো কাঁদো আওয়াজ। হৃদয় বিদারক কান্নার শব্দ। আর এই (কান্নার) শব্দ ছিল এক বৃদ্ধা মায়ের। সে তার অবাধ্য ছেলের যন্ত্রণাদায়ক কাহিনী বর্ণনা ক'রে বলছিল যে, তার পিতা হার্টফেল ক'রে মারা গেছে। আমার সাথে আছে আরো একটি ছেলে যার বয়স প্রায় ১০বছর। আর আমি কয়েকটি স্থায়ী রোগে আক্রান্ত। ছেলে এখন তার স্ত্রীকে নিয়ে উপর তলায় থাকে। সে যখনই নীচে নামে এবং আমার পাশ দিয়ে পেরিয়ে যায়, তখনই আমাকে ভর্ৎসনা এবং কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে। আর যখন তার ছোট এতীম ভাই ও তার ছেলে আপসে ঝগড়া করে, তখন নিজের এই (এতীম) ভাইকে সীমাহীন নির্মমতার সাথে প্রহার করে। আর আমি আমার বার্ধক্য ও কঠিন রোগের কারণে তার হয়ে কোন প্রতিবাদ করতে পারি না। সে নিজে মেরেই ক্ষান্ত হয় না, বরং স্বীয় ভাইকে নিজের দুই শক্ত

হাতে ধারণ ক'রে তার ছেলেকে মারতে সুযোগ করে দেয়। ছেলে তখন হাত দিয়ে প্রহার ক'রে এবং পা দিয়ে লাথি মেরে নিজের মনের জ্বালা ঠান্ডা করে নেয়। এইভাবে তার ভাই তার থেকে দয়া-দাক্ষিণ্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে পায় কঠোরতা ও বঞ্চনার তিক্ত স্বাদ। কখনো সে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্বীয় মুখমন্ডল আমার থেকে ঢেকে নেয়, যাতে সে আমাকে দেখতে না পায় এবং পূর্ণ রুক্ষতার সাথে বলে যে, তুমি আমার মা নও। এর সাথে আরো অনেক কথা-বার্তা বলে যা অন্তরে সামান্য পরিমাণও রহম-দয়া থাকলে কোনো ব্যক্তি বলতে পারে না। সে এই করে, সে এই করে--।

আমি ভাবতেই পারি নি যে, আমাদের এই দ্বীনদার সমাজে এত দুঃখজনক কথা শুনব। তবে তা বিরল ও দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হবে। আমি তাকে প্রস্তাব দিলাম তার ছেলেকে নসীহত করার। হতে পারে সে হুঁসে ফিরে আসবে স্বীয় উদাসীনতা থেকে। কিন্তু পরিপূর্ণ ভয়ের সাথে বলল যে, না, আমি তার সাথে সে কথা বলবেন না। কারণ, আমি ভয় পাই যে সে আমাকে ও তার ভাইকে কষ্ট দেবে। তার শক্তি ও যুলুমের বিরুদ্ধে কিছু করার মত আমার কোনো শক্তি নেই। এতে বহু প্রকারের কঠোরতা ও উগ্রতা সহ অভিযোগ আরো বেড়ে যাবে। ফলে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তখন আমি তাকে (বৃদ্ধাকে) বললাম, তাহলে তার ব্যাপারটা আদালতে পেশ করি। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলো, আদালতে! আমি আমার চোখের জ্যোতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

করব (আদালতে)। যাকে আমি আমার হাত দিয়ে লালন-পালন করেছি, আমার বুকের দুধ যাকে পান করিয়েছি, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব? সে আমার আদরের ধন। আমার ছেলে এবং আমার কলিজার টুকর। আমি কি তার লাঞ্ছনা ও অবমাননা চাইব! না, বরং আমি আমার ব্যাপার তুলে ধরব পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর কাছে, তিনি যেন তাকে হেদায়াত দেন এবং তার ব্যবহারকে সংশোধন করে দেন।

আমি বুঝে গেলাম যে, এটা হল আহত হৃদয়ের আর্তনাদ। এর দ্বারা সে (মা) কেবল তার বুকের রুদ্ধ শ্বাসকে বের করে দিয়ে স্বীয় বুকের ভার হালকা করতে চায়। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' মায়ের অন্তর কতনা করুণাময় এবং তার বুকে ভরা থাকে কতনা দয়া! প্রিয় ভাই! পরে আমি এই (অবাধ্য) ছেলের অবস্থা সম্পর্তে জেনেছি যে, সে নিজেকে নিয়ে বড়ই কঠিন অবস্থায় ও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আর এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, সে নেকীর অতীব সুখের বাগানের পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে। সে তার পরিবর্তে বেছে নিয়েছে দুঃখজনক শাস্তি এবং অবাধ্যতার নির্জন প্রান্তর। আমাদের উচিত অপরের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা। কেননা, সৌভাগ্যবান তো সে-ই, যে অপরের দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ষষ্ঠ বাগান

সন্তানদের লালন-পালনের বাগান

এটা এমন একটি বাগান যার পথ অতি দীর্ঘ ও দুর্গম। তবে এতে আছে সুশোভিত ও সৌন্দর্য। বাগানের পথ ক্লান্তকর-পরিশ্রান্ত হলেও তার পরিণাম অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। সন্তানরা হল ছোট ছোট সবুজ-শ্যামল গাছ, যদি তার সেঁচন করা হয় নৈতিকতার পানি দিয়ে। তারা হল সুন্দর ফুল, যদি তাদের লালন-পালনের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়। তারা হল উজ্জ্বল ঘর, যদি তা প্রজ্বলিত করা হয় ঈমানের জ্যোতি দিয়ে। কাজেই তাদের লালন-পালনে ধৈর্য ধারণ কর। যাতে তাদের থেকে সংগৃহীত ফসল তোমার চোখকে শীতল করে দেয় এবং তোমার অন্তরকে আনন্দে ভরে দেয়। তাদের কারো একবারের সফলতা তোমার বহুবারের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দেবে। অনুরূপ তাদের এক বছরের সফলতা তাদের সাথে তোমার কয়েক বছরের রাত্রি জাগরণের কথা ভুলিয়ে দেবে। অতএব (আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন!) তাদের শিশুকালে তাদের জন্য তুমি যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছো সেদিকে লক্ষ্য করো না, কারণ এটা তাদের বড়কালে সুফল বয়ে আনবে। তাদের লেখা-পড়া, নৈতিক সংশোধন এবং তাদের শারীরিক সুস্থতার প্রতি যত্নবান হও। আন্তরিক ও শারীরিকভাবে তাদের সাথে থাক। শারীরিকভাবে তাদের সাথে থাকতে না পারলে, কম-সে-কম অন্তর ও দুআর দ্বারা তাদের সাথে থাক। জেনে রেখ, সন্তানরা হল এমন আমানত, যার সংরক্ষণের দায়িত্ব

তোমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব এই আমানতের ব্যাপারে অবহেলা করো না।

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) [البخاري ٨٩٣]

"তোমরা সকলে একে অপরের অভিভাবক এবং তোমাদের সকলকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (বুখারী ৮৯৩) কয়েকটি বছর যার তুমি সেঁচন করেছ ও যত্ন নিয়েছ, তা উৎপন্ন করবে তোমার জীবনের ফুল ও ফল। কয়েকটি বছর তুমি (তাদের জন্য) ধৈর্য ধারণ করেছ, যাতে তার (ধৈর্যের) উজ্জ্বলতা দেখতে পাও যা তোমার দুনিয়াকে ভরে দিবে। দেখবে তারা তোমার কাছে আসবে এমন অবস্থায় যে, তাদের একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে অথবা যোগ্য ডাক্তার কিংবা নিপুণ কারীগর বা সফল শিক্ষক কিংবা তাওফীকপ্রাপ্ত (দ্বীনের) প্রচারক। এ সব কিছুর সাথে তারা তোমাকে তাদের সদ্ব্যবহার দ্বারা ঘেরে রাখবে। তুমি গৌরব বোধ করবে তাদের সৎ হওয়ার এবং দ্বীনের উপর তাদের প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে। এই সৌন্দর্যের পর আর কি সৌন্দর্য আছে দুনিয়ায়। অবশ্যই এটা হল নেক বান্দাদের দুআর ফসল।

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾ [الفرقان ٧٨]

"আর যারা (প্রার্থনা ক'রে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর করো এবং

আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো।" (ফুরকান ৭৪) এই সৎ শিক্ষা-দীক্ষার বাগানের ফল তুমি তোমার মৃত্যুর পরও লাভ করবে তোমার সন্তানদের দুআর মাধ্যমে। কারণ, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) [مسلم ١٦٣١]

"মানুষ যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের নেকী জারী থাকে। সাদক্বায়ে জারীয়া, ফলপ্রসূ ইলম এবং সুসন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" (মুসলিম ১৬৩১) আর ফলের স্বাদ তুমি গ্রহণ করবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে জান্নাতে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে। কেননা, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)) [رواه أحمد وإسناده حسن]

"অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে তাঁর নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলে সে বলে, এটা আমার জন্য কিভাবে হল? তখন বলেন, তোমার সন্তানের তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।" (আহমদ, হাদীসটি হাসান) শিক্ষা-দীক্ষার ঘর ও তার ছায়া কতইনা সুন্দর। অতএব কর্মের মাধ্যমে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাও, যাতে তার সুন্দর ফল লাভ করতে সক্ষম হও।

সপ্তম বাগান

মুসলিমদের জন্য সুপারিশ করার বাগান

এটা সেই বাগান যেখানে কাজ করার ব্যাপারে আমরা অনেক শিথিলতা অবলম্বন করে থাকি। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء ٨٥]

"যে লোক সৎকর্মের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে।" (সূরা নিসা ৮৫) এটা আল্লাহর ওয়াদা যে, তোমার সৎ সুপারিশের উপর যে কল্যাণ নির্ধারিত হবে তার একটি অংশ তুমিও পাবে, আর এটা হবে তোমার সুপারিশ করার নেকীর অতিরিক্ত। এ হলো প্রতিপালক কর্তৃক গৃহীত জামানত তার জন্য, যার অন্তরে থাকে তার অপর ভাইদের প্রতি ভালবাসা আর এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের জন্য সে সত্বর প্রচেষ্টা নেয় তার মর্যাদা দিয়ে (তাদের জন্য) যতটা করা সম্ভব হয় অথবা মুখে বলে যতটা সম্ভব হয় ততটা তাদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রচেষ্টা নেয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَكَانَ النَّبِيّ -ﷺ- جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ)) [البخاري ومسلم ٢٥٨٥-٤٨٣]

“একজন মু’মিন আর একজন মু’মিনের জন্য একটি অট্টালিকার ন্যায় যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত করে রাখে। তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। তখনও নবী করীম-ﷺ-বসা অবস্থায় ছিলেন, এমনি সময় একজন লোক কিছু ভিক্ষা চাইতে অথবা কোনো প্রয়োজনে এসে পড়ল। তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা (এ লোকটিকে কিছু দেওয়ার জন্য আমাকে) সুপারিশ করো, তাহলে এর পুরস্কার ও প্রতিদান তোমরা পাবে। আর আল্লাহ এর প্রয়োজন পূরণ করা বা না করা সম্পর্কে যা চান তা তাঁর নবীর জবানে বলবেন।” (বুখার ৪৮১-মুসলিম ২৫৮৫)

প্রিয় ভাই! তোমার জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, তুমি নেকী থেকে বঞ্চিত হবে না, যদিও তোমার সুপারিশ গৃহীত অথবা তোমার উদ্দেশ্য সাধিত না হয়। আর এ ব্যাপারে তোমার আদর্শ হল প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ-ﷺ-কারণ, তিনি সুপারিশ করেছেন কিন্তু তাঁর সুপারিশ কার্যকর হয়নি। ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, ‘বারীরা’র স্বামী মুগীস ক্রীতদাস ছিল। আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য যেন ভাসছে। মুগীস কাঁদছে আর তার (স্ত্রী বারীরার) পিছে পিছে ছুটছে। (যখন সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হয়ে যায় এবং তার স্বামী মুগীস ক্রীতদাসই রয়ে যায়, তখন সে তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়)। তার চোখের পানিতে তার দাড়ি পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গেছিল। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম আব্বাস-رضي الله عنه-কে বললেন,

((يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ-ﷺ-لَوْ رَاجَعْتِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ)) [البخاري ٨٢٨٣]

“হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালবাসা, আর মুগীসের প্রতি বারীরার উপেক্ষা কতইনা আশ্চর্যজনক! অতঃপর নবী করীম-ﷺ-তাকে (বারীরাকে) বললেন, তুমি যদি মুগীসের কাছে পুনরায় ফিরে যেতে। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বললেন, আমি সুপারিশ করছি। বারীরাহ বললো, মুগীসের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণ নেই।” (বুখারী ৮২৮৩) মানুষের কারো কোনো প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপারে একবার সুপারিশ করে দেখো যে, যে জিনিস দ্বারা তুমি তোমার ভায়ের উপকার করেছ, সে জিনিস কিভাবে তোমার বক্ষকে শীতল করে দেয়। তার দুআয় তোমার মন প্রফুল্লতায় ভরে যাবে। তার ক্ষণেকের সুখ থেকে জন্ম নিবে সুদীর্ঘ আনন্দ। সামান্য সময় ব্যয় করাতে সাধিত হবে সৌভাগ্যময় জীবন।

অষ্টম বাগান

মানুষের মাঝে মীমাংসা করার বাগান

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات ١٠]

"সকল মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।" (সূরা হুজুরাত ১০)

প্রিয় ভাই, আল্লাহ তোমাকে তাওফীক্ব দান করুন! পবিত্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ অনৈক্যে-অমিলে অভ্যস্ত নয় এবং এর সাথে তাদের কোনো মিল নেই। বরং এটাকে তারা মনে করে সামাজিক নোংরামি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে বহু দূরে অবস্থিত এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী সমাজ। আর এই জন্য পবিত্র ব্যক্তি পবিত্র ছায়া ব্যতীত অন্য কোথাও আশ্রয় নেয় না এবং ভ্রাতৃত্বের মৃদু বাতাস ছাড়া সে স্বস্তি লাভ করে না। অনুরূপ সে ভালবাসার চারণ-ভূমি এবং প্রেম-প্রীতির মাঝেই প্রশান্তি লাভ করে। তাই তুমি দেখবে এ রকম প্রকৃতির মানুষ তখন অস্থির হয়ে পড়ে, যখন হিংসা-বিদ্বেষের ঝড় ও তীব্র হাওয়া এই প্রেম-প্রীতিকে উড়িয়ে দেয়, তারা শান্তির প্রতীক পায়রার মত ততক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হয় না, যতক্ষণ না (মানুষের) অন্তরে প্রেম-প্রীতি এবং নির্মলতা ফিরে আসে। বড়ই শীতল হয় মীমাংসাকারী অন্তর এবং অতীব পবিত্র হয় সহানুভূতিসম্পন্ন দিল।

এই বাগানের ফল হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং প্রচুর নেকী লাভ। (মহান আল্লাহ বলেন,)

﴿ لاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾

“তাদের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে কল্যাণ আছে)। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে তাকে আমি মহা পুরস্কার দান করবো।” (নিসা ১১৪) তুমি তোমার ভাইদের মধ্যে মীমাংসার কাজ এই দুআ দিয়ে আরম্ভ করো যে, আল্লাহ যেন তাদের অন্তরকে এই কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ “মীমাংসাই হল উত্তম।” সমস্ত দৃষ্টিকোণকে কাছাকাছি আনো এবং বিতর্কিত বিষয়গুলো আনতে চেষ্টা কম কর। তাদের প্রতি তোমার ভালবাসা প্রকাশ কর। আর তাদের পরস্পরকে খবর দাও যে, তোমার ভাই তোমাকে ভালবাসে এবং সে তার অন্তরে তোমার প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না, যদিও এটা মিথ্যা হয় (তাতেও কোনো দোষ নেই)। কেননা, নবী করীম-ﷺ- বলেছেন,

((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا)) [البخاري ٢٦٩٢]

“সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভাল দিক উদ্ভাবন করে অথবা কল্যাণমূলক কথা বলে।” (বুখারী ২৬৯২) আর দুই ভাইয়ের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে দেওয়া সাদক্বায় পরিণত হয়। অতএব এতে নেকী পাওয়ার নিয়ত করো। কারণ,

এটাই হল তাওফীক্ব লাভের উৎস, মীমাংসার চাবি এবং আমল গৃহীত হওয়ার পথ। কেননা, নবী করীম-ﷺ-বলেন,

((كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ)) [البخاري]

"প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে দেওয়া সাদক্বাহ হিসাবে গণ্য হয়।" (বুখারী)

নবম বাগান

দাওয়াত ও শিক্ষার বাগান

আল্লাহর শপথ! এ বাগান বড়ই সুন্দর বাগান। যেখানে রয়েছে বিভন্ন ধরনের ফল এবং চিত্তাকর্ষক অনেক রকমের ফুল। যেখানে গেলে ভ্রমণ-কারী ক্লান্ত হয় না এবং যার পানির স্রোত শেষ হয় না। তার ছায়ার কোনো সীমা নেই এবং তার ঝরনার সংখ্যা এত যে তা গণনা করা যায় না। সফলকামী সেই, যে এই বাগানে তার অন্তর, জবান এবং তার চিন্তাকে কাজে লাগিয়েছে। ঠিক মৌমাছির মত যে না জানে ক্লান্তি, আর না জানে শ্রান্তি। সুস্বাদু পানীয় বয়ে আনে এবং মধুর জন্ম দেয়। অতএব এই বাগানের কর্মী পারিশ্রমিক পাবে এবং যে এই বাগানের শস্য কাটবে, সে উপকৃত ও আনন্দিত হবে। (দ্বীনের প্রতি) আহ্বানকারী হয়ে যাও উত্তম বাক্যের দ্বারা। কেননা, উত্তম বাক্য সাদক্বায় পরিণত হয়। আহ্বান-কারী হয়ে যাও তোমার সহাস্য মুখের দ্বারা। কারণ, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মৃদ হাসি সাদক্বায় পরিণত হয়। আহ্বানকারী হয়ে যাও

তোমার চরিত্রের দ্বারা। কারণ, তুমি তোমার মাল দিয়ে সকল মানুষকে কুলাতে পারবে না, কিন্তু তোমার চরিত্র দিয়ে সকলকে কুলাতে পারবে। প্রিয় ভাই, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পক্ষ হতে একটি আয়াতও শিখে থাকলে তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। তোমার প্রিয়জনদের মনে নবী করীম-ﷺ-এর সুন্নতের প্রতি ভালবাসার জন্ম দাও এবং প্রতিপালকের আনুগত্যকে তাদের হৃদয়গ্রাহী করে তুল। কৌশল ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত দাও। কঠোরতা ও রুষ্টতা থেকে দূরে থাকো। (মহান আল্লাহ বলেন,)

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران ١٥٩]

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়তো। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।" (আল-ইমরান ১৫৯) তোমার ব্যাপারে যে ভুল করে, তাকে তোমার ক্ষমা করে দিলে মনে করে নিও এটা তার জন্য তোমার দুআ। তোমার অবাধ্য ভাইয়ের সাহায্য ক'রে

তুমি তোমার মাধ্যমে তার হেদায়াতের ইচ্ছা কর। সঠিক পথ থেকে সরে গেছে এমন সকলের প্রতি তুমি তোমার দয়ার জ্যোতি পরিবেশন ক'রে তোমার চক্ষুকে জ্যোতির্ময় কর। যাতে এই জ্যোতি তাকেও আলোকিত করে, যার হেদায়াত তোমার কাম্য।

প্রিয় ভাই! আহ্বানকারী হয়ে যাও একটি ক্যাসেটের মাধ্যমে, যা তুমি তোমার প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেবে। একটি কিতাবের মাধ্যমে, যা তুমি তোমার বন্ধুর কাছে প্রেরণ করবে এবং তোমার দ্বীনি ভাইয়ের জন্য নিষ্ঠাপূর্ণ দুআ করার মাধ্যমে যেন আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করেন। তুমি তোমার সমস্ত যোগ্যতা এবং চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে আহ্বানকারী হয়ে যাও। যমীনের যেখানেই অবতরণ করো, কল্যাণময় থাক। নিজের উপর কোনো কিছুকে বোঝা মনে করো না এবং কর্মসমূহকে বিরাট ভেব না। তুমি তোমার দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করো জ্ঞানী, দাওয়াতের কাজে জড়িত ব্যক্তি এবং অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করে। যাতে তোমার দাওয়াতের কাজ জ্ঞানের আলোকে হয়। (মহান আল্লাহ বলেন,)

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل ١٢٥]

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করো সদ্ভাবে। নিশ্চয়

তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে, তাও সবিশেষ অবহিত।” (সূরা নাহল ১২৫) আর তোমার কাজ তো কেবল পৌঁছে দেওয়া। وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ “পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।” (ইয়াসীন ১৭) আর আল্লাহর দায়িত্ব হল তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান করা এবং হেদায়াতের জন্য তার দিলের বন্ধন খুলে দেওয়া। তিনি বলেন,

﴿ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر]

“এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গুমরাহ করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।” (সুরা নাহল ২৩) আর যখন দেখবে তোমার দাওয়াতের ফসল ফলছে এবং পাকা ফল দিয়েছে, তখন তুমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে কর। আর যখনই কোন সফলতা অর্জন কর, তখন সেই সফলতাকে অপর সফলতার জন্য পথ বানাও যা তোমার অপেক্ষায় রয়েছে এবং তোমার জন্য সানন্দে প্রতীক্ষা করছে। নবী করীম-ﷺ-তাঁর জাতির হেদায়াত লাভে নিজেকে কতনা সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। কেবল জাতি নয়, বরং তিনি-ﷺ-একজন অসুস্থ ইয়াহুদী শিশুর হেদায়াত লাভে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। আনাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ -ﷺ- فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ النَّبِيَّ -ﷺ- يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ -ﷺ- وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ)) [البخاري١٣٥٦]

"একটি ইয়াহুদী বালক নবী করীম-ﷺ-এর খেদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী-ﷺ-তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন এবং বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। বালকটি তখন তার পিতার দিকে চেয়ে দেখল। তার পিতা কাছেই উপস্থিত ছিল। সে বললো, তুমি আবুল ক্বাসেম-ﷺ-এর কথা মেনে নাও। সুতরাং ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। নবী করীম-ﷺ-সেখান থেকে বের হতে হতে বললেন, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাকে (বালকটিকে) জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।" (বুখারী ১৩৫৬)

আল্লাহর দ্বীনের মহান আহ্বায়ক নবী করীম-ﷺ-কর্তৃক উদ্ধৃত এই দীপ্তিমান কথাগুলো শুন, যা তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান আহ্বায়কদের একজনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। অর্থাৎ, নবী করীম-ﷺ-এর সেই বাণী, যা তিনি খায়বার যুদ্ধের দিন আলী-رضي الله عنه-কে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন,

((ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ)) [البخاري ٢٩٤٢]

"অতঃপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান কর এবং তাদের উপর

অপরিহার্য বিষয়গুলোর খবর দিয়ে দাও, আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে যদি একটি মানুষও হেদায়াত পেয়ে যায়, তবে তা তোমার জন্য লাল উঁটের চেয়েও উত্তম।" (বুখারী ২৯৪২) আর দ্বীনের দাওয়াত দিলে অথবা দ্বীনের কোনো কিছু শিখিয়ে দিলে তোমার যে কত নেকী হবে সে হিসাব করো না, কারণ তোমার দাওয়াতের কারণে আমল করবে অথবা তোমার আমলের কোনো কিছুকে বাস্তব রূপ দিবে, তোমারও তাদের মত নেকী হবে। তবে তাদের নেকী থেকে কোন কিছু কম করা হবে না। আল্লাহ হলেন মহান অনুগ্রহকারী। আর দাওয়াতের কাজ নিজের থেকে আরম্ভ কর। অতঃপর তোমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের থেকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে দাওয়াতের কাজ কর। হতে পারে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ তোমার মেহনতে বরকত দিবেন এবং তোমার এই সৎ কাজকে কবুল করবেন। অবশ্যই তিনি উদার ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের একটি সুন্দরতম দৃশ্যের কথা শুনো, হেদায়াত লাভকারী একজন ইটালিয়ান (ইটালী দেশের লোক) নিজেই তার ঘটনা বর্ণনা ক'রে বলে, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে তাঁর সত্য ধর্মের হেদায়াত দান করেছেন। অথচ আমি ছিলাম আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকা একজন নাস্তিক ও নিজের স্বার্থের পূজারী। দুনিয়ার পুঁজিই আমার জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। প্রত্যেক আসমানী দ্বীনকে আমি ঘৃণা করতাম। এর প্রথম সারিতে ছিল ইসলাম। যা আমাদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাসে ইতিহাসের সব থেকে নিকৃষ্টতম ধর্ম

হিসাবে চিত্রিত ছিল। তাই মুসলিমদের ব্যাপারে আমাদের সাধারণ ধারণা হল, তারা মূর্তিপূজা করে এবং বাস্তব জীবনকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করে। আর নিজেদের সমস্যাদির সমাধানের জন্য অদৃশ্য শক্তির শরণাপন্ন হয়। তারা নিষ্ঠুর-খুনি, শত্রুতা পোষণকারী এবং অপরের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায়। পরিপূর্ণ ইসলাম বিরোধী আবহাওয়ার মাঝে আমি লালিত-পালিত হয়েছি। কিন্তু মহান আল্লাহ এক মুসলিম যুবকের হাতে আমার হেদায়াতের ফয়সালা করেন, যে তার জীবিকার খোঁজে ইটালীতে এসেছিল। কোনো ইচ্ছা-ইরাদা ছাড়াই তার সাথে আমার পরিচয় হয়। কোনো এক রাতে আমি মদ্যশালায় রাত্রি যাপন করছিলাম। প্রভাত পর্যন্ত কাটিয়ে যখন আমি মদ্যশালা থেকে বের হই, তখন নেশার প্রভাবে আমি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন। অনুভূতিহীন অবস্থায় পথে চলতে ছিলাম। দ্রুতগামী একটি গাড়ি আমাকে ধাক্কা দেয়। রক্তে রঞ্জিত হয়ে আমি যমীনে পড়ে যাই। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হল, এই মুসলিম যুবকই আমার সব রকমের সহযোগিতা করে। গাড়ির দুর্ঘটনার ব্যাপারে পুলিসকে খবর দেয় এবং বড়ই গুরুত্বের সাথে আমার যত্ন নেয়। এভাবে আমি আরোগ্য লাভ করি। আমার বিশ্বাসই হয় না যে, আমার সাথে এই আচরণ যে করলো সে একজন মুসলিম। আমি তার ঘনিষ্ঠ হয়ে তাকে তার ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করতে, তার ধর্ম যা নির্দেশ দেয় এবং যা করতে নিষেধ করে এবং অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে ইসলামের ধারণা কি তা বর্ণনা করতে

অনুরোধ জানাই। এইভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হই এবং এই যুবকের আচরণরসমূহের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে তা অবলোকন করি। পরিশেষে আমি প্রত্যয়ী হই যে, আমি ভ্রষ্টতার মধ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরছিলাম এবং ইসলামই হল সত্য দ্বীন। আর মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন যে,

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران ٨٥]

“যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না।” (সূরা আল-ইমরান ৮৫)

দশম বাগান

রোযাদারকে ইফতারী করানো

যে স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই বাগানে অংশ গ্রহণ করবে, সে দ্বিগুণ ফসল লাভে ধন্য হবে। যেন তুমি দিনে দু’বার রোযা রাখছ। পবিত্র স্বল্প সম্বলের দ্বারা তুমি প্রাচুর্যপূর্ণ এই বাগানের ছায়ায় ছায়া গ্রহণ করবে। নবী করীম-ﷺ-বলেন,

((مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا)) [قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ]

“যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতারী করাবে, সেও তার (রোযাদারের) মত নেকী পাবে। তবে রোযাদারের নেকী থেকে কোনো কিছু কম করা

হবে না।” (তিরমিযী, হাদীটি সহীহ) বর্তমানে মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে প্রত্যেক স্থানে নেকীর কাজে জড়িত অনেক সংস্থা এই ইবাদতকে সহজ করে দিয়েছে। বহু সহজ উপায়ে এবং অল্প পয়সায় এতে শরীক হওয়ার পথকে তোমার জন্য সুগম করে দিয়েছে। আর এটা কেবল অভাবীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ এবং দানশীলদের নেকী বাড়ানোর জন্য। হয়তো তুমি কখনো প্রত্যক্ষ দেখে থাকবে এই ইফতারীর দৃশ্য। যখন আল্লাহর ঘরসমূহের আঙিনাগুলোতে কল্যাণ ও বদান্যতার দস্তরখান বিছানো হয় আর তার চতুর্দিক পরিবেষ্টিত থাকে দেশী-বিদেশী মুসলিম অভাবীদের দ্বারা। অন্তর তাদের ভরে থাকে ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি ও আনন্দে। আর তোমার অনুভূতিকে ঈমানে ভরে দেবে, যখন দেখবে যে বিত্তশালী-সচ্ছল ব্যক্তিরা গরীব-অভাবীদের খেদমত করছে। তাদেরকে ঠান্ডা পানি, গরম খাবার এবং বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টদ্রব্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর মিষ্টতা বৃদ্ধি করে ভ্রাতৃত্বে ও দয়ায় ভরা তাদের মুখের স্নিগ্ধ হাসি। এটা কোন ঈমানী পরিবেশ যে তোমার মনোভাব তৈরী করে দিয়েছে তোমার এমন দ্বীনের প্রতি গর্ববোধের, যে দ্বীন ধনীর এমন মন বানিয়ে দিয়েছে যে, সে ফকীরের জন্য স্নিগ্ধ হাসতে চেষ্টা করে। বরং তার খোঁজ করে এবং তাকে দেয় যাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহর শপথ! ভ্রাতৃত্বের অতীব বিস্ময়কর এক দৃশ্যের কথা আমি ভুলতে পারব না। নিজের চোখে দেখলাম যে, একজন কফীল (মালিক) স্বীয় হাতে করে লুকমা নিয়ে তার একজন আমেলের (কর্মীর) মুখে

রাখছে। আমেল লজ্জিত হয়ে দৌড়ে সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করলে মুনীবও তার পিছনে পিছনে দৌড়তে থাকে। শেষ পর্যায়ে তাকে ধরে তার মুখে লুকমা রাখে। আর এটা কোনো নতুন দৃশ্য নয়, বরং এটা নবী করীম-ﷺ-এর বাণীর বাস্তব চিত্র। তিনি বলেছেন,

((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ)) [البخاري ٢٥٥٧]

"তোমাদের কারো খাদেম তার কাছে খাবার নিয়ে আসলে সে যদি তাকে সাথে না বসায়, তাহলে অন্ততঃ এক বা দুই লুকমা খাবার যেন তার হাতে তুলে দেয়। কারণ, সে-ই এ খাবার প্রস্তুত করেছে।" (বুখারী)

একাদশ বাগান

(ঋণ পরিশোধে) অসামর্থ্যবানদের অবসর দেওয়ান বাগান

প্রিয় ভাই! মহান আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তোমার সহযোগিতার হাত অন্য ভাইয়ের প্রতি বাড়াও। তাকে তার প্রয়োজনীয় মাল দিয়ে। আর তুমি তোমার এই পবিত্র দানকে মলিন করো না মাল ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তার উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে। বরং তাকে অবসর দাও। (ফিরিয়ে দেওয়ার) সময়কে তার প্রশস্ত করে দাও। আর তোমার দানকে অনুগ্রহ প্রকাশের সাথে মিশ্রিত করো না অথবা (ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে) খুব বেশী পীড়াপীড়ি করো না। কেননা, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ)) [مسلم ٢٦٩٩]

“যে কোনো অসামর্থ্যবান ব্যক্তির (ঋণ আদায়ের) ব্যাপারকে সহজ করে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যাপারকে সহজ করে দিবেন।” (মুসলিম) আর তোমার অনুগ্রহের এই বাগানকে সৌন্দর্য করে তুলো কিছু মাল দেওয়ার পর অসামর্থ্যবানের কাছ থেকে কিছু কম ক’রে দিয়ে। এইভাবে তোমার অনুগ্রহ করাও হবে এবং (কম করে নিয়ে) নেকী লাভ ক’রে নিজের উপর অনুগ্রহকে আরো বাড়ানোও হবে। সেই সাথে অসার্থ্যবানের উপর কিছু হালকা ও লাঘব করাও হবে। কারণ, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ)) [مسلم ١٥٦٣]

“যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দিন, সে যেন অভাবগ্রস্ত ঋণীর জন্য (ঋণ আদায়ের) সময় বৃদ্ধি করে দেয় অথবা তাকে ক্ষমা করে দেয়। (মুসলিম ১৫৬৩) দুনিয়াতে আমরা সুখের সন্ধান কতনা করি, কিন্তু তার পথ ধরতে আমরা ভুল করি অথবা মনে করি না যে, এই ধরনের আল্লাহর অনেক পথ রয়েছে। চল, আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং নবী করীম-ﷺ-এর জবানে আমাদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা দিয়ে আমরা আমাদের অন্তরকে ভরে নিই। তবে অবশ্যই আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হব।

দ্বাদশ বাগান

মুজাহিদকে (সরঞ্জামাদি দিয়ে) প্রস্তুত করা অথবা তার পরিবারের দেখাশুনা করা বাগান

নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)) [البخاري ٢٨٤٣]

“যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জমাদি দিয়ে প্রস্তুত করে, সে যেন নিজেই জিহাদ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের ভালভাবে দেখাশোনা করে, সে যেন নিজেই জিহাদ করে।” (বুখারী ২৮৪৩) তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের সাথে থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদের মত নেকী পাওয়ার কল্যাণ লাভ কর। কেবল এই কারণে যে, আল্লাহর পথের এই মুজাহিদের পরিবারকে দিয়েছ পিতৃস্নেহ, তাদের প্রতি তার মমতা এবং তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করছ।

ত্রয়োদশ বাগান

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়ান বাগান

নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)) [متفق عليه]

“তুমি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দিবে, তা সাদক্বা হিসাবে গণ্য হবে।” (বুখারী-মুসলিম ১০০৯)

আসলে এ কাজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের (আল্লাহ তাদের সাহায্য করুন) নয়, বরং এ কাজ আমাদের সকলের। আমরা তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি এই নেকীর ব্যাপারে আমাদের অবহেলার কারণে। কিছু মানুষ এ কাজকে ছোট ও নগণ্য ভেবে ত্যাগ করলেও আল্লাহর কাছে এর মর্যাদা অনেক। এ কাজের পুরস্কারও অতি মূল্যবান। নবী করীম-ﷺ-এর এই হাদীসকে শুন,

((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الجَنَّةَ)) [مسلم ١٩١٤]

"এক ব্যক্তি পথ দিয়ে যাওয়ার সময় গাছের একটি ডালকে রাস্তার মাঝে পড়ে থাকতে দেখে বলল, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি এটাকে মুসলিমদের (পথ) থেকে সরিয়ে দিব যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।" (মুসলিম ১৯১৪) গাছের একটি ডালকে রাস্তা থেকে তোমার সরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার সেই জান্নাত লাভ, যার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান। এটা নেকীর একটি বাগান। আর প্রতিপালক বড়ই দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

চতুর্দশ বাগান

উত্তম বাক্যের বাগান

প্রিয় ভাই! যদি তুমি তোমার হাতকে উদারপূর্ণ ব্যয় করার জন্য প্রসারিত করতে না পারো, মুসলিমদের সাহায্যে নিজের সময় ও মর্যাদাকে ব্যয়

করাও যদি তোমার জন্য বিরাট ব্যাপার হয় এবং কোনো অবস্থাতেই যদি কিছু করতে না পার, তবে কম-সে-কম তোমার ভাইয়ের জন্য উত্তম বাক্য ব্যয় করতে কম করো না। এটা বিরাট জিনিস এর মাধ্যমে তোমার প্রতিপালক সন্তুষ্ট হবেন এবং এর দ্বারা তুমি তোমার ভায়ের মধ্যে আন্তরিকতার জন্ম দিবে। আর এর দ্বারা তুমি লাভ করবে অজস্র নেকী। কেননা, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ)) [البخاري ٢٩٨٩]

"উত্তম বাক্য সাদক্বায় পরিণত হয়।" (বুখারী ২৯৮৯)

পঞ্চদশ বাগান

মানুষদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার বাগান

নেকীর বাগান প্রচুর। এতে আল্লাহর অনুগ্রহও অনেক। এর কল্যাণের পথও বহু প্রকারের। তবে সম্পূর্ণ তুলে ধরার জন্য এ পরিসর যথেষ্ট নয় এবং সময়ও বেশী নেই। তাই এটা কেবল পথ নির্দেশনার জন্য। তাছাড়া আল্লাহর কিতাবে এবং প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ-ﷺ-এর সুন্নতে এর যথেষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ নিজেকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত এবং (স্বীয়) আমলনামায় নেকী জমা করার ব্যাপারে কৃপণতা ক'রে নিজের ভাইদের থেকে বিরত থাকে। এমন কি উত্তম বাক্য যাতে তার শরীর নড়বে না, কেবল জবান দ্বারা হবে। কিন্তু না তারা কল্যাণের কাজে কিছু খরচ করতে চায়, আর না উত্তম বাক্য পরিবেশন করতে

চায়। তাই এ ছাড়া আর তাদের জন্য কিছুই বলার থাকে না যে, কম-সে-কম মানুষদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার কল্যাণটুকু কর। তাই কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের কষ্ট দিও না। আবূ যার-ﷺ-বলেন,

((سَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ: قَالَ: أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ)) [البخاري]

আমি নবী করীম-ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।" আমি বললাম, কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, "যার মূল্য অধিক ও মুনিবের কাছে বেশি প্রিয়।" আমি পুনরায় বললাম, আমি যদি এরূপ করতে না পারি? তিনি বললেন, "কোনো অভাবীকে অথবা অদক্ষ ও অনিপুণ লোককে সাহায্য করবে।" আমি আবার বললাম, আমি যদি এ কাজও করতে সক্ষম না হই? তিনি বললেন, "মানুষকে তোমার ক্ষতি থেকে দূরে রাখবে। কারণ, এটাও সাদক্বা যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পার।" (বুখারী ২৫১৮)

নেকীর বাগানে তোমার যাওয়ার জন্য পাঁচটি উপদেশ

সংক্ষিপ্ত এই উপদেশগুলির দ্বারা তুমি নিজের এবং তোমার নেকীর মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে সংরক্ষণ করতে পারবে।

১। তুমি তোমার আমলের দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার নিয়ত কর এবং এ ব্যাপারে নবী করীম-ﷺ-এর শিক্ষার অনুসরণ কর। কারণ, এই দু'টি শর্ত ব্যতীত আমল বিশুদ্ধ হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف ١١٠]

"সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহফ ১১০)

২। নেকীর কাজের ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করো না। বরং খুশীর সাথে এবং আনন্দ ও সন্তুষ্ট চিত্তে এ কাজে সত্বর সাড়া দাও। কেননা, এটা আল্লাহভীরুতার আওতাভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران ١٣٣]

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত যাও, যার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান, যা তৈরী করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।" (সূরা আল-ইমরান ১৩৩) একটি দুর্লভ নেকীর কথা শুন, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-رضي الله عنه-নফল নামায পড়ছিলেন। তাঁর ক্রীতদাস না-ফে' তাঁর কাছেই বসেছিলেন। তিনি প্রয়োজনে কোনো ব্যাপারে নির্দেশ দিলে তিনি (না-ফে') তা পালন করবেন এই অপেক্ষায়

ছিলেন। এ কথা কারো অজানা নেই যে, না-ফে’ শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের একজন ছিলেন এবং তিনি ইমাম মালিক (রাহঃ)-এর মুআত্তার রাবীদের (হাদীস বর্ণনাকারীদের) অন্যতম। তাঁর উন্নত নৈতিকতার কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন। নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আল্লাহর (নিম্নের) বাণীতে

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران ٩٢]

পৌঁছলেন, তখন হাত দিয়ে তিনি ইশারা করলেন, কিন্তু না-ফে’ তাঁর ইশারার অর্থ বুঝতে পারলেন না অথচ তাঁর নির্দেশ পালনের প্রতি তিনি বড়ই যত্নবান ছিলেন। তাই তিনি তাঁর সালাম ফিরার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সালাম ফিরলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, কিসের প্রতি তিনি ইশারা করেছেন? আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বললেন, আমি আমার মালিকানাধীন জিনিসের ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম। তার মধ্যে তোমার চেয়ে প্রিয় বস্তু অন্য কিছু পাইনি। তাই আমি এই ভয়ে নামাযের মধ্যেই তোমাকে স্বাধীন করে দেওয়ার ইশারা করাকে ভাল মনে করলাম যে, নামায পর হয় তো আমার নাফস আমার উপর জয়ী হয়ে এ কাজ থেকে আমাকে ফিরিয়ে দিবে। এ জন্যই ইশারা করেছিলাম। তখন না-ফে’ তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গ-সাহচর্য। ইবনে উমার বললেন, এ সুযোগ তোমার থাকবে।

৩। আল্লাহ তোমাকে কোনো ভালো কাজের তাওফীক্ব দিলে মেহনত সহকারে তা অতি সুন্দরভাবে করো। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) [يونس ٢٦]

"যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত) এবং আরো অধিক (আল্লাহর দীদার)। তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না এবং লাঞ্ছনাও না; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল বাস করবে।" (ইউনুস ২৬) যে ভাই তোমার মুখাপেক্ষী তার স্থানে তুমি নিজেকে রেখে নবী করীম-ﷺ-এর এই কথাকে স্মরণ করো,

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) [متفق عليه ٤٥-١٣]

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তা তার অপর ভায়ের জন্যও ভালোবাসবে।" (বুখারী ১৩-মুসলিম ৪৫)

৪। যে নেকীর কাজটি করেছ, নিজের নাফসকে তার স্মরণ দিও না এবং যার জন্য তা করেছ তার প্রতিও অনুগ্রহের প্রকাশ করো না। অনুরূপ লোকদের কাউকেও তা বর্ণনা করো না। তবে যদি বর্ণনা করার মধ্যে কোন সৎ উদ্দেশ্য থাকে, সে কথা ভিন্ন। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة ٢٦٤]

"হে ঈমানদারগণ! দানের কথা প্রচার ক'রে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না।" (বাক্বারা ২৬৪) আর এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো যে, তোমার নেকীকে মহান আল্লাহর নিকট (হিসাবের) দাঁড়ি-পাল্লায় রাখা হয়ে যায়, যদিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, সে তা অস্বীকার করে।

৫। তোমার যে ভালো কিছু করে দিয়েছে তাকে প্রতিদান দাও, যদি উত্তম বাক্য দিয়ে হয় তবুও। কারণ, এটা আল্লাহর পর তোমার ভালো কাজ করার জন্য সহায়ক হবে। মহান আল্লাহ বলনে,

﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة ٢٣٧]

"তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি (ও মর্যাদার) কথা বিস্মৃত হয়ো না।" (সূরা বাক্বারা ২৩৭)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা।
১১	মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ
২০	আল্লাহর পথে ব্যয় ও সাদক্বা করা
৩৯	দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রদর্শন করা
৪৮	পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা
৫৭	সন্তানদের লালন-পালন করা
৬০	মুসলিমদের জন্য সুপারিশ করা
৬২	মানুষের মাঝে মীমাংসা করা
৬৫	দাওয়াত ও শিক্ষা প্রদান
৭২	রোযাদারকে ইফতারী করানো
৭৪	ঋণীদের অবসর দেওয়া
৭৬	মুজাহিদকে প্রস্তুত ও তার পরিবারের দেখাশুনা করা
৭৬	রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া
৭৭	উত্তম বাক্যের দ্বারা সাদকা করা
৭৮	মানুষদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত
৭৯	নেকীর বাগান সম্পর্কীয় পাঁচটি উপদেশ
৮০	আমল দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা
৮০	নেকীর কাজে তাড়াতাড়ি সাড়া দেওয়া
৮৩	তোমার যে ভালো করে তাকে প্রতিদান দাও